REGISTERED NO. C. 806.

১৫শ ভাগ।] বৈশাখ, ১৩১৮। [১ম সংখ্যা।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্, ও

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়—এম্ এ, বি-এল্ সম্পাদিত।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সমেত ১॥০ দেড় টাকা

ভিঃ পিতে ১॥৵০ এক টাকা নয় আনা।

প্রবন্ধের মতামত সম্বন্ধে লেখকগণ দায়ী।

"পন্থার" নিয়মাবলী।

"পন্থা"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৸০ দেড় টাকা, ভিঃ পিতে ১৷৴০ এক টাকা নয় আনা।

২। কেবলমাত্র ৵০ আনার ডাকটিকিট পাঠাইলে নমুনা প্রেরিত হয়।

৩। পত্রিকা না পাওয়ার সংবাদ পরসংখ্যা পাইবামাত্র না জানাইলে আমরা পুনরায় পাঠাইতে দায়ী নহি।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় এবং টাকা পাঠাইবার সময় কুপনে নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্টরূপে লিখিবেন। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইবার জন্য টাকা পাঠাইবেন, তাঁহারা কুপনে "নূতন" এই কথাটী লিখিতে যেন না ভুলেন। গ্রাহকগণ কোন বিষয়ের উত্তর প্রত্যাশা করিলে, রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট সহ পত্র লিখিবেন।

৫। "পন্থায়" বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য টাইটেল বা শেষ পেজ ব্যতীত সর্ব্বত্র পেজ ২৲ দুই টাকা হিসাবে দিতে হয়। বিজ্ঞাপনেব কোন পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইলে পত্রিকা প্রচারের অন্ততঃ তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে সংবাদ দিতে হইবে। অশ্লীল ভাবাপন্ন বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না।

৬। লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রবন্ধাদি স্পষ্ট করিয়া এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইবেন। প্রবন্ধাদি মনোনীত না হইলে এবং ডাকের টিকিট না পাঠাইলে ফেবত দেওয়া হয় না।

৭। "পন্থা" সম্বন্ধে বিনিময়ার্থ পত্রিকা, টাকা এবং পত্রাদি আমার নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

"পন্থা" কার্য্যালয়।
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট—মেট্‌কাফ্ প্রেস্,
কলিকাতা।

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়।

প্রিন্টাব :—এ, ব্যানার্জি,
মেট্‌কাফ্ প্রেস, ৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

১৫শ ভাগ। বৈশাখ ১৩১৮। ১ম সংখ্যা।

"নব বর্ষ"।

"একটি চিন্তা।"

(১)

একটি বরষ গেল হাসিয়ে খেলায়।
মঙ্গল বরষ হাসি
বিনাশিয়ে তমোরাশি
হ'লো সুপ্রভাত আজি এ মর ধরায়।

(২)

পুলকে আমোদে মগ্ন এ নব বরষে।
পশু, পক্ষী, জীবগণ

সবে আনন্দিত মন
হাসিছে প্রকৃতি সতী মনের হরষে।

(৩)

আহা! আহা! কি আশ্চর্য্য কালের বর্ত্তন।
নিমেষ না পালটিতে
অনন্ত কালের স্রোতে
কোথায় মিশিয়া গেল, অতীত স্মরণ!

(৪)

নাহি আর সেই ভাব—সেই দৈন্য লেশ।
মরি! মরি! কি আশ্চর্য্য।
মাতোয়ারা বিশ্বরাজ্য!
এ নব বরষ সনে নব নব বেশ!

(৫)

নেহারি নূতন সাজ নব নব ভাব।
ক্ষণেকের তরে হায়!
পলকে পাশরি যায়।
অতীত কালের স্মৃতি, দুঃখ, ক্লেশ, সব।

(৬)

কিন্তু হায়। বিদরিয়ে যায় যে গো বুক।
হে মানব। দেখ চেয়ে।
ঐ চিন্তা রাহু ধেয়ে।
এখনি তোমাতে পশি বিনাশিবে সুখ।

(৭)

একটি বরষ গেল হাসিয়ে খেলায়।
কি কাজ সাধিনু বল?
দিন, দিন, দিন গেল;
আজি এ বরষ পরে মনেতে উদয়।

শ্রীকুঃ।

আমাদের পঞ্চদশ বর্ষ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

আমরা যথারীতি মহাজনপদ্ধতিক্রমে গত বৎসরের কর্ম্মফল শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি-কামনায় ভগবচ্চরণে অর্পণ করিয়া, তাঁহার চরণ-কমল লক্ষ্য করিয়া নূতন বৎসরের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। হরি ওঁ তৎসৎ।

গত বৎসর আমরা বিদ্যাতত্ত্ব কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম। বিদ্যা না বুঝিলে ব্রহ্মবিদ্যা বুঝা যাইবে না। সাধারণের এমন কি ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতির সভ্যগণের হৃদয়ে এ বিষয়ে কোন পরিষ্কার প্রকটভাব দৃষ্ট হয় না। পদার্থ-বিদ্যা, ভূ-বিদ্যা প্রভৃতির ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যাতেও কতকগুলি অমানুষিক তথ্য ও ঘটনাদি সম্বলিত পদার্থ-বিশেষ বলিয়া বোধ হয়। অনেকের বিশ্বাস যে, অন্য বিদ্যার ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যা কোন অপরিজ্ঞাত স্থানে রক্ষিত পুস্তকাদিতে সন্নিবিষ্ট আছে এবং অমানুষিক শক্তির সাহায্যে ঐ স্থানে গিয়া ঐ সকল পুস্তকাদি পাঠ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে হয়। এরূপ অর্থে দেখিতে গেলে ব্রহ্মবিদ্যার সার্ব্বভৌমিক স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হইয়া যায়। যে ব্রহ্মবিদ্যা জীবের স্বাভাবিকভাব, সর্ব্বদা সকল অবস্থাতেই উহা জীব-হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে, নয় ত বাহিরের জন্য জ্ঞান মাত্র। বিদ্যা জন্য হইলে উহা লাভে কখনই স্বরূপোপলব্ধি বা স্বরূপে অবস্থান ঘটিতে পারে না। বিশিষ্ট মতের ন্যায় পুঁথিগত জন্য-জ্ঞান জীবের পোষক মাত্র। তদ্দ্বারা তাহার পরমার্থ সিদ্ধ হইতে পারে না।

বৃহদারণ্যক শ্রুতির তৃতীয় ব্রাহ্মণ, ৪র্থ অধ্যায় ২০শ শ্লোক ভাষ্যে ভগবান্ ব্যাসদেব বলিয়াছেন :—

তে এতে বিদ্যা বিদ্যাকার্য্যে সর্ব্বাত্মভাবঃ পরিচ্ছিন্নাত্মভাবশ্চ। বিদ্যয়া শুদ্ধয়া ভবতি। অবিদ্যয়া চাসর্ব্বো ভবতি।

এই দুই বিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্য এই যে, বিদ্যদ্বারা সর্ব্বাত্মভাব এবং অবিদ্যা দ্বারা পরিচ্ছিন্নাত্মভাব উৎপন্ন হয়। বিদ্যা শুদ্ধা অর্থাৎ ভেদদ্বারা

অপরাবৃষ্ট ইংরাজীতে বলিতে গেলে transcendent এবং তদ্দ্বারা আত্মার সর্ব্বাত্মতা প্রকাশিত হয়, অবিদ্যাভেদে অবস্থিত বলিয়া তদ্দ্বারা আমি অথর্ব্ব, আমি সব নহি এই ভাব প্রকটিত হয়। দেবী ভাগবতেও উক্ত আছে যে, দেবী চৈতন্যময়ী স্বরূপতঃ স্বস্বামী ঈশ্বরের ব্যঞ্জনা করিতেছেন, প্রকাশিত বিশ্বমধ্যে ঈশ্বর চৈতন্য সর্ব্বদাই অহংরূপী পরমাত্মাকে প্রকট করিবার জন্য মেলা করিতেছেন, তবে যে চৈতন্য প্রকাশ হইতে পরিচ্ছিন্ন আত্মভাব উৎপন্ন হয়, তাহা তাঁহার অবিদ্যামূর্ত্তি এবং যে প্রকাশ হইতে সর্ব্বাত্মভাব উৎপন্ন হয় তাহার নাম বিদ্যা।

শাস্ত্রের এই মহাবাক্যগুলি আমাদের পক্ষে বড়ই দুরূহ। সেইজন্য দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের সাহায্যে উহার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করা আবশ্যক। প্রথম কথা এই যে, চৈতন্য যে উপাধিতে যে ভাবেই খেলুন না কেন, তাহা হইতে একটি অহংভাব উৎপন্ন হয়। এই উৎপন্ন অহংবীর জাতি ও স্বভাব যে ভাবে থাকে, তদনুসারে চৈতন্যক্রিয়াকে বিদ্যা বা অবিদ্যা বলে, সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, এই দুইটি চৈতন্যের ভাব মাত্র। উহা বিশিষ্ট শাস্ত্র বা সাধনার উপর নির্ভর করে না। উহা কর্ম্মদ্বারা রূপান্তরিত হয় না। দুই একটি দৃষ্টান্ত লইলে বোধ হয়, বিষয়টি আর একটু বিশদ হইতে পারে। উহা জীবের প্রকৃতিগত এবং এই প্রকৃতি লইয়াই জীব দৈবী বা আসুরী সম্পদ প্রাপ্ত হয়। দয়া, ধর্ম্ম, শৌচ, শান্তি এইগুলির মধ্য দিয়া হয় বিদ্যা নয় অবিদ্যা প্রকাশিত হয়, বিপন্ন বন্ধুকে দেখিয়া আমাদের দয়া হয়, কিন্তু ঐ বিপদ বা দুঃখকে যদি দেহী মাত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া না দেখিতে পাই, যদি আত্মবন্ধুকে দেখিয়া সমগ্র জীব-কুলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম না বুঝিতে পাই, যদি বিশিষ্ট বিপদ হইতে মানব-জাতির অবস্থায় বিপন্ন ভাবকে না চিনিতে পারি, তাহা হইলে, বন্ধুর প্রতি প্রাণ ঢালিয়া দয়া করিলেও ঐ দয়া অবিদ্যাভূত, উহা পরিচ্ছিন্ন বন্ধুজ্ঞানে পর্য্যবসিত, উহাদ্বারা সমগ্র মানবের অল্পমাত্রও উন্নতি সাধিত হয় না।

সাধনা কার্য্যতেও তদ্রূপ। যদি ধ্যানধারণা জপাদিদ্বারা পরিস্কৃত হইয়া কেবল আপনার বিশিষ্ট আমিকে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর লোকে দেখিতে পাই, যখন প্রকৃতির ক্ষেত্রে কেবলই আপনার প্রতিকৃতি দেখিতে পাই, যখন সাধনোদ্ভূত গুণ শান্তি প্রভৃতিকে সাধনার ফল বলিয়া স্বোপার্জ্জিত বলিয়া দেখিতে পাই,

তখন ঐ সাধনাও অবিদ্যাশ্রিত। কিন্তু যখন সাধনালব্ধ শক্ত্যাদিকে সকল মানবের সম্পত্তি বলিয়া দেখি এবং ঐ সকলকে কোনপ্রকার ভোগার্থে প্রয়োগ না করি তখন ঐ সাধনা বিদ্যাভিমুখী। রাম ভারী বিপন্ন, তাহার একমাত্র পুত্র আজি মৃত্যুশয্যায় শায়িত, Diphtheria৩, "পুত্র মৃত হইল, রাম ভাবিল যে, অনিত্য বস্তুতে ভালবাসা স্থাপনারই এই ফল, ও এই ভাবিয়া সাংসারিক জীবন ত্যাগপূর্ব্বক সাধনায় প্রবৃত্ত হইল। রাম আপনাকে জগৎ হইতে পৃথক্ দর্শন করিতে প্রযাস করিল বলিয়াই ঐ সাধনা অবিদ্যা। শ্যামের ও একটি পুত্রেরও ঐ রোগে মৃত্যু হইযাছে, শ্যামের ধর্ম্মের বুজরুকী নাই, সে ভাবিল যে, আমার এত অর্থ সত্ত্বেও যখন রোগ হইতে পুত্রকে রক্ষা করিতে পারিলাম না, তখন দরিদ্র অবুদ্ধিমান লোকগণের উপায় কি? এই ভাবে কাতর হইয়া শ্যাম তাহার সমস্ত অর্থসম্পত্তি Medical Collegeকে Diphtheria রোগের ঔষধ নির্ণয়ার্থ ন্যস্ত করিলেন। শ্যাম আপদবিপদে সকলকে দেখিতে পাইল বলিয়া তাহার চিত্তের ভিতর দিয়া বিদ্যা কথঞ্চিৎভাবে প্রকাশ পাইল। হরি যোগশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাহার কোন বন্ধুর উৎকট পীড়া হইয়াছে। হরি ধ্যানস্থ হইয়া বন্ধুর জীবন রক্ষার জন্য উচ্চশক্তির প্রয়োগ করিল। শক্তিকে স্বোপার্জ্জিত বলিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা ত্যাগ করিল বন্ধু রক্ষা পাইল। ইহা অবিদ্যা, কারণ ইহার ফলে হরির বিশিষ্ট আত্মভাব আরও প্রতিষ্ঠিত হইল। রামদাস বাবাজী নিরক্ষর বৈষ্ণব। চাটুয্যে মহাশয়ের এক পুত্র মরণাপন্ন দেখিয়া তাঁহার বড়ই কষ্ট হইল এবং স্বপ্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীর নিকট রক্ষা কর এই ভাবে রাত্র দিন কাঁদিতে লাগিল। ফলে রোগী রক্ষাও পাইল। রামদাস বাবাজী মূর্খ হইলেও আনন্দময়ী বিদ্যারূপিণী তাঁহার ভিতরে খেলিলেন।

সাধকাভিমানী ভ্রাতৃবৃন্দ, এখন বুঝিয়া দেখ, কাহার উপাসনা করিতেছ। যদি তোমার তপ, জপ, বিদ্যা, কর্ম্ম তোমার নিজের বিশিষ্ট আত্মজ্ঞানের স্ফুরণ করে, যদি ভগবানের নামে সাধনা করিতে গিয়া আপন বিশিষ্ট আমিকে দেখিয়া ফেল, যদি আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির মধুররসে আপ্লুত হইল, আপনাকে কৃতার্থ মনে কর, তাহা হইলে উহা অবিদ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি তোমার চেষ্টা ও প্রযত্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে আশ্রয় করিয়া থাকে, যদি মানবকে ভুলিয়া বিশিষ্ট জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য কার্য্য কর, তবে উহাতেও অবিদ্যা মিশ্রিত রহিয়াছে।

একটি আপেল ফল পড়িতে দেখিয়া একজন মনীষী মহাপুরুষ সমগ্র জগদ্ব্যাপী মাধ্যাকর্ষণশক্তি দেখিয়া ফেলিলেন। একটি রোগী ও একটি মৃত ব্যক্তি দেখিয়া ভগবান বুদ্ধদেব সমগ্র মানবজাতির ভিতর সমভাবে অবস্থিত শুদ্ধ অগ্নিস্বরূপ দেখিয়া মানবজাতির দুঃখের অবসানজন্য পথ নির্ণয় করিলেন। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ব্যাপারে বিদ্যা নাই, বিদ্যা তোমার ভাবে, তোমার চৈতন্যের গতিতে, তোমার দৃষ্টিতে। যদি হিমালয়ের কোন গুহাতে বিদ্যা লাভ করিবার উপায় স্বরূপ পুস্তকাদি খুঁজিতে যাও, তাহা হইলে ঐ পুস্তকাদি প্রাপ্ত হইলেও তোমার অবিদ্যা ঘুচিবে না। অপরন্তু সামান্য সামান্য জীবন-ব্যাপারের মধ্যে সমগ্র মানবজাতির স্বার্থ ও কাম এই দুইএর একীকরণ স্থান দেখিতে পাও, তাহা হইলে ঐ সকল সামান্য ব্যাপারের মধ্যেও তুমি ভগবচ্চৈতন্যদ্বারা সদা উদ্ভাসিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা মুখে ভগবান্ বলিলেও ঐ ভগবান্ আপনাপন পরিচ্ছিন্ন ভাবের প্রতিমূর্ত্তি আর কিছুই নহে। যে ভগবানকে অবলম্বন করিলে জীবের প্রতি প্রেম ও প্রীতির উৎপন্ন না হয়, সে ভগবানও অবিদ্যাকল্পিত। যদি মহাপুরুষ গুরুগণের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া তাঁহার অমানুষিক ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি দেখিয়া ফেল, তবে জানিও যে তোমার সে মহাপুরুষও স্বীয় অবিদ্যাপ্রসূত। আর যদি বিশিষ্ট মহাপুরুষকে দেখিয়া তাঁহার চৈতন্যের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত অখণ্ডমণ্ডলাকার, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, নিত্য, শুদ্ধ, পরমপদের আভাস দেখিতে পাও, তাহা হইলে তোমার দৃষ্টি সার্থক। তাই হিন্দু গুরুব্যক্তিগত অমানুষিক গুণের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, সে গুরুকে ব্রহ্মপদের নিদর্শন দেখিয়া সেই মহৎ অস্তিত্ব জগতকে বিলাইয়া দেয় ও সর্ব্বজীবেই সেই বিভু চৈতন্যের সঙ্কেত বুঝিতে পারে। বিদ্যার শরণ গ্রহণ কর। দেখিবে, সময় সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্। বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ পরিচ্ছিন্ন আত্মভাবের মোহ পরিত্যাগ করিয়া গুরুরূপী সর্ব্বজনীন ভগবৎশক্তির শরণ গ্রহণ কর।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

সর্ব্বজীবন ব্যাপারের মধ্যে বিশিষ্ট আত্মোন্নতির চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র জীবকুলের সহিত তোমার নিজের অবয়বভাবে (Organic) সম্বন্ধ বুঝিয়া যে

অর্থ লইলে সমগ্র জীবের উন্নতি বা উৎকর্ষ সাধিত হয়। তোমার জীবন-ব্যাপারে সেই অর্থ গ্রহণ কর। ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় পন্থা নাই। "নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবন। এই তিন ধর্ম্ম কহি শুন সনাতন॥" চৈতন্যময়ী বিদ্যারূপিণী দেবীর শরণাগতি লাভ কর। তিনি ভিন্ন আর কেহ পরিচ্ছিন্ন আত্মজ্ঞান নাশ করিয়া সর্ব্বাত্মিকতা উৎপন্ন করিতে পারেন না। যাঁহার খেলা একের জন্য নহে, সকলের বা জীবমাত্রেরই মঙ্গলের জন্য যাঁহাতে সকল অর্থ (বস্তু, প্রয়োজন ও ভাব) সর্ব্বদাই সিদ্ধ সেই সর্ব্বাত্মিকা মহামায়া ব্রহ্মযোনি দেবী পদে ব্যক্তিগত সমস্ত ভাব সন্ন্যাস করিয়া বলি

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমস্তু তে॥

ওঁ তৎ সৎ।

শ্রীরঙ্গ।

রামেশ্বর হইতে প্রত্যাগমন কালে আমরা শ্রীরঙ্গনাথ দর্শনার্থ ত্রিচিনাপল্লী ষ্টেশনে অবতরণ করি। ষ্টেশন হইতে কয়েক মাইল যাইতে হয়। মন্দিরটি সপ্তপ্রাকার বেষ্টিত। সহচরী প্রাকারের ভিতর। তিনটি প্রাকার পর্য্যন্ত দোকান পসার এবং লোকজনের বাস। তাহার পর মন্দিরের দেবতা বা পূজা-সংক্রান্ত ব্যাপার। এ মন্দিরও একটি বিশাল ব্যাপার। ইহার গোপুর কয়েকটি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয় নাই। পশ্চিমদিকের গোপুরে একখানি প্রস্তর প্রায় একতালা উচ্চ। শ্রীক্ষেত্রে যে অরুণস্তম্ভ আছে, তাহা অপেক্ষাও উচ্চ। এই রঙ্গক্ষেত্র একটি বদ্বীপ। প্রায় তিনদিকেই কাবেরী বেষ্টন করিয়া আছে। মূল মন্দিরে অনন্তশায়ী অতীব মনোহর নয়নাভিরাম নারায়ণের মূর্ত্তি। শ্রীরঙ্গ-মাহাত্ম্য অতি সুললিত ভাষায় স্থানটির এবং মূর্ত্তিটির বর্ণনা করিয়াছেন :—

সপ্তপ্রাকারমধ্যে সরসিজমুকুলোদ্ভাসমানে বিমানে
কাবের্য্যোর্ম্মিধ্যদেশে মৃদুতলফণিরাটশেষপর্য্যঙ্কভাগে।

নিদ্রামুদ্রাভিরামঃ কটিনিকটশিরঃ পার্শ্ববিন্যস্তহস্তং
পদ্মাধাত্রী করাভ্যাং পরিচিতচরণৌ রঙ্গনাথং ভজামি॥

কাবেরী নদীর মধ্যদেশে সপ্তপ্রাকার মধ্যে ভাসমান পদ্মমুকুলের ন্যায় বিমানে শেষ রূপ কমনীয় পর্য্যঙ্কে নিদ্রিতের ন্যায় শায়িতভাবে এবং এক হস্ত পার্শ্বদেশে বিন্যস্ত করিয়া নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন। লক্ষ্মীদেবী কোমল-করে তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। এই মূর্ত্তি সাধক ভজনা করিতেছেন।

এই মনোহর মূর্ত্তি শ্রীরামানুজাচার্য্যের শিষ্য প্রশিষ্যক্রমে স্বয়ং ব্যক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে—

আদ্যমেতৎ স্বয়ং ব্যক্তং বিমানং রঙ্গসঙ্গকং
শ্রীমুষ্টং বেঙ্কটাদ্রিং চ শালগ্রাম চ নৈমিষং।
তোতাদ্রি পুষ্করঞ্চৈব নরনারায়ণাশ্রমং
অষ্টৌ মে মূর্ত্তয়ঃ সন্তি স্বয়ংব্যক্তা মহীতলে॥

শ্রীমুষ্টং প্রভৃতি আটটি স্বয়ং ব্যক্ত মূর্ত্তির উল্লেখ করা হইল। এক্ষণে শ্রীরঙ্গ-মাহাত্ম্য হইতে সংক্ষেপে ইহার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা গেল।

চন্দ্রপুষ্করিণীর তটে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আগমন করিলে জীবের নরকবাস হয় না। স্নানান্তর রঙ্গমন্দির দর্শনে মুক্তিলাভ হয়। কাবেরী নদীতে স্নান করিলে এবং পিতৃলোককে তিলাঞ্জলি প্রদান করিলে তাঁহাদের উদ্ধার সাধিত হয়। এ কথায় অবশ্য কোন গূঢ় তাৎপর্য্য থাকা সম্ভব কারণ প্রায় সকল তীর্থের সম্বন্ধেই এইরূপ কথা দেখা যায়। সকল তীর্থের ভিতরেই একটি মূল ভাব বিদ্যমান আছে। মূললক্ষ্য ভগবান্। যাহার ভিতর দিয়া ভগবানের জ্ঞান ফুটে তাহাই জীবের মুক্তির হেতু। অষ্টোত্তর স্থানের ভিতরে দেখা যায়—

"শ্রীরঙ্গে তু জগন্নাথং"

মূল্য লক্ষ্য জগৎপতি জগন্নাথ। যদি জীব চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সেই জগন্নাথ দর্শনে সক্ষম হয়, তবে মুক্তি ত তাহার করতলগত। এই ভাব লইয়া পিতৃগণের উদ্ধার ত সামান্য কথা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সংক্ষেপ বিবরণ এই যে, প্রলয়ান্তে ভগবান নারায়ণ প্রলয় সমুদ্রে শেষোপরি শয়ান করেন। তাঁহার নাভিদেশ হইতে ব্রহ্মা প্রকট হয়েন।

তৃতীয় অধ্যায়। এক সময়ে ব্রহ্মা ক্ষীর-সমুদ্রে বিষ্ণুর আরাধনা করেন।

ভগবান বিষ্ণু কূর্ম্মরূপে দর্শন দিলে, ব্রহ্মা করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "হে ভগবন্! আপনি দিব্যরূপে দর্শন দিয়া চরিতার্থ করুন্। বিষ্ণু তৎশ্রবণে তাঁহাকে "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই অষ্টাক্ষর মাত্র জপ করিতে আদেশ করিলেন। ব্রহ্মা সহস্র বৎসর তপস্যা করিলে পর ক্ষীর-সমুদ্রে শ্রীরঙ্গধাম দর্শন করিলেন। তিনি সেই বিমানে ভগবানের শায়িত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ধন্য হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন।

ভগবানের দিব্যস্বরূপ দর্শন একি সহজ কথা। ব্রহ্মা সৃষ্টির অধিকার প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার স্বরূপের জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই। ভাগবতেও দেখা যায় যে, ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন যে, আমি দেহধারীদিগের দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু তুমি আজি আমাকে জানিতে পারিলে, যেহেতু ভূত ইন্দ্রিয় এবং সত্ত্বাদিগুণ ও অহঙ্কার এ সকলের সহিত অসংযুক্ত বলিয়া আমাকে মনে করিতেছ—

জ্ঞাতোঽহং ভবতাত্বদ্য দুর্বিজ্ঞেয়োঽপি দেহিনাম্।

যস্মাং ত্বং মন্যসেঽযুক্তং ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মভিঃ॥ ৩।৯।৩৬

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সারথিবেশে অর্জ্জুনের রথে উপবিষ্ট ছিলেন, তথাপি অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন—

দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম॥ ১১।৩

তোমার ঐশরূপ দর্শনের বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। এই রূপ দর্শনের উপযোগী করিবার জন্যই "ওঁ নমো নারায়ণায়" মন্ত্রের উপদেশ। নারায়ণের দিকে চিত্তের গতি রাখিয়া ভেদ ভাবশীল মন বুদ্ধি এমন কি অহঙ্কার ছাড়িয়া দেওয়াই নমস্কারের প্রকৃত অর্থ। এইরূপে তাঁহাতে চিত্ত অর্পণ করিতে পারিলে তাহাতে অবস্থিতি ঘটে এবং ভক্ত ও ভগবানে অভিন্ন হইয়া যায়। নতুবা কেবল মন্ত্র জপে তাঁহার দর্শন লাভ ঘটে না, তিনিই বলিয়াছেন—

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।

শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ ৩

তবে কি উপায়ে হইতে পারে, তদুত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন। ১১।৫৪

ভগবান্ হইতে পৃথক্ সত্তার উপলব্ধি যে ভক্তিতে ঘটে না, তাহাই অনন্যা ভক্তি। সেই অনন্যা ভক্তি দ্বারাই ব্রহ্মা সেই মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন।

২

ব্রহ্মা সেই শেষশায়ী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার পূজা করিতে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ বলিলেন যে, তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, সেই হেতু এই সাকার মূর্ত্তি দেখাইলাম, তুমি এই প্রকার মূর্ত্তি স্থাপন কর।

তখন ব্রহ্মা সত্যলোকে গমন করিয়া ভগবানের মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। সূর্য্যদেব ও তৎপুত্র বৈবস্বত মনু বহুকাল সত্যলোকে শ্রীরঙ্গনাথের পূজা করিতে লাগিলেন। পরম-বৈষ্ণব মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু ব্রহ্মাকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করিয়া শ্রীরঙ্গনাথকে আপন রাজধানী অযোধ্যায় আনয়ন করেন। ৬ অধ্যায়।

ত্রেতাযুগে রাজা দশরথের যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া চোলরাজ ধর্ম্মবর্ম্মা তথায় গমন করিয়া দেখিলেন যে, রঙ্গনাথের কৃপায় অযোধ্যার এত ঐশ্বর্য্য। তিনি প্রত্যাগত হইয়া চন্দ্রপুষ্করিণীর তটে গিয়া তজ্জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন। পরে মুনিগণ তাঁহাকে জানাইলেন যে, ভগবান্ বলিয়াছেন যে, কিছুদিন পরে রঙ্গধাম তথায় আগমন করিবে। ধর্ম্মবর্ম্মা এই বাক্য শ্রবণে আনন্দিত মনে আপন পুরীতে গমন করিলেন।

পরে দশরথাত্মজ রামচন্দ্র বিভীষণকে রঙ্গধাম প্রদান করেন। বিভীষণ রাক্ষসগণসহ রঙ্গধাম লইয়া অযোধ্যা হইতে প্রস্থান করিয়া চন্দ্রপুষ্করিণী-তটে অনন্তপীঠের উপর স্থাপন করেন। যাইবার সময়ে আর বিমান উত্থিত হইল না; তিনি মহা দুঃখিত হইয়া পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিলেন, কিন্তু আদেশ হইল যে, রঙ্গধাম এই স্থানেই অবস্থান করিবে। পরমভক্ত ধর্ম্মবর্ম্মার বাসনাপূর্ণ হইল। তাই তাঁহার নাম ভক্তবৎসল; তিনি কৃপা করিয়া যাহাকে বরণ করেন, ভগবান্ তাঁহারই লভ্য; নতুবা কেবল শাস্ত্রদ্বারা বা বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে স তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বামিতি॥

ভগবানে সর্ব্বদাই জ্ঞান ঐশ্বর্য্যশক্তি বল-বীর্য্য-তেজ সমভাবে বিদ্যমান। তিনি নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব হইলেও লীলাবশে স্বীয় মায়া মূল প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া অর্চ্চা-বিভব ব্যূহ ইত্যাদিরূপে আপনাকে প্রকাশিত করেন। নতুবা কি ব্যষ্টি কি সমষ্টি কি তদতীত সকল ভাবেই একমাত্র তিনি। তিনিই বিশ্ববীজ, বিশ্বরূপ এবং বিশ্বেশ্বর। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥

সেই একই সর্ব্বভূতের আত্মা। রূপে রূপে তিনিই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরিয়াছেন। কিন্তু ভেদ-ভাবশীল জীবের কল্যাণের নিমিত্তই স্বপ্রয়োজনাভাবেও এক এক ভাবে প্রকট হইয়াছেন। তাই বিশ্বাত্মক হইলেও কিরীটকুণ্ডল মস্তকে, শঙ্খচক্রগদাপদ্ম হস্তে ধারণ করিয়া, শ্রীবৎস-কৌস্তভ-বনমালা বক্ষে পীতাম্বর পরিধান করিয়া সৌম্য করুণাবতার মূর্ত্তিতে ব্রহ্মার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।

সৃষ্টি উন্মুখ বিরাট মূর্ত্তির ধ্যানে চিত্তের মলিনতা শীঘ্রই দূরীভূত হয়, সেই জন্যই শাস্ত্রকারগণ এই সকল অর্চ্চার অর্চ্চনার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেস্ববস্থিতম্ ॥

আমি ত সর্ব্বভূতেই অবস্থিত, কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমাকে আপনার হৃদয়ে জানিতে না পার, ততদিন স্বকর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া প্রতিমাদিতে পূজা করিবে।

রামানুজ-সম্প্রদায় শ্রীরঙ্গনাথকে আদ্য অর্চ্চাবতার বলিয়া ভজনা করিয়া থাকে;

শ্রীরঙ্গনাথ দেবেশং কাবের্য্যাং চোলভূতলে।
আদ্যমর্চ্চাবতারাণাং অনন্তশয়নং ভজে ॥

মূর্ত্তির ভিতর সেই অব্যক্তভাব আমি তুমি দেখিনা বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার ভিতর ঐশীশক্তির খেলা নাই কে বলিল? আমরা পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছি। সেই অপার্থিব স্পন্দনে আমাদের হৃদয়ে কোন ভাবান্তর উৎপাদন করিতে পারিতেছে না। আমি তুমি কতবার গয়া শ্রীক্ষেত্র যাইতেছি, কিন্তু যে "তিমিরে সেই তিমিরে"। কিন্তু প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য ঐ প্রস্তরের ভিতর কি অপূর্ব্ব শক্তির খেলা দেখিলেন যে, যাহার ফলে তাঁহার প্রেমাশ্রুর ধারা আর নিবৃত্ত হইল না। জগন্নাথের মূর্ত্তিতে কি এক জ্যোতি অনুভব করিতেন, যাহাতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইত, ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া স্থগিত হইয়া যাইত, অপূর্ব্ব ভাবাবেশে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া থাকিত।

রঙ্গনাথের সহিত দাক্ষিণাত্যের অনেক ভক্তজীবনের ইতিহাস জড়িত আছে। অপ্রাসঙ্গিক হইলে একজনের সম্বন্ধ এই প্রবন্ধে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

তাঁহার নাম বিপ্রনারায়ণ। কলিযুগের ২৮৮ বৎসর অতীত হইলে, চোল-রাজ্যে ব্রাহ্মণ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিপ্রনারায়ণ শায়িত পাষাণ মূর্ত্তি দর্শনে প্রাণে কি এক অভিনব ভাব অনুভব করিলেন। তাঁহার অন্তরে কে যেন শান্তির কলস ভাঙ্গিয়া দিল। অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্যে তাঁহার চিত্ত মোহিত হইল। সে রূপ বোধ হয় এ চক্ষে দেখা যায় না; দিব্যচক্ষু উন্মীলন হওয়া চাই; সেই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥

তাঁহার বোধ হয় সে চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল, নতুবা কত শত জন সেই মূর্ত্তি দর্শন করিতেছে, কিন্তু কৈ সে ভাবে উদ্দীপিত হইতেছে না ত? তিনি আর শ্রীরঙ্গ হইতে যাইতে পারিলেন না, পুষ্প ও তুলসী-চয়নে জীবন উৎসর্গ করিলেন। শাস্ত্র বিষ্ণুর প্রীতিকর আটটি পুষ্পের নাম উল্লেখ করিয়াছে।

অহিংসা প্রথমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতদয়া পুষ্পং ক্ষমা পুষ্পং বিশেষতঃ॥
ধ্যান-পুষ্পং তপঃ পুষ্পং জ্ঞান-পুষ্পং তথৈব চ।
সত্যমষ্টবিধংপুষ্পং বিষ্ণোঃ প্রীতিকরং ভবেৎ॥

এই সকল পুষ্প-চয়নে জীবন উৎসর্গ করিয়া, ভব-নাট্যশালায় রঙ্গনাথের চরণে যিনি আত্ম নিবেদন করিতে পারেন, তাঁহার আর অন্য সাধনার আবশ্যকতা কি? সকল কর্ম্মের উদ্দেশ্য বিষ্ণুপ্রীতি, ইহারই নাম প্রেম।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।

এই প্রেমের উদরে বিষয়ের সংস্পর্শ নাই, কেবল আত্মত্যাগ ও আত্ম নিবেদন। সে প্রেমে বিভোর হইলে জীবের ভেদমূলক আমিত্ব স্থাপনের প্রয়াস থাকে না। সেই প্রেমের বস্তুতেই নিত্য অবস্থিতি ঘটে।

হে রঙ্গনাথ আমাদের প্রতি একবার কৃপা কটাক্ষপাত কর—যাহাতে এই অপার্থিব প্রেমরাজ্যে বাস করিতে সক্ষম হই। আমরা সংসারের আপাত-মনোরম অনিত্য সুখের আস্বাদনে মত্ত আছি, আপনার লইয়া সর্ব্বদাই ব্যস্ত; ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে সর্ব্বদাই ধাবমান; তুমি ভিন্ন আমাদের আর অন্য উপায় নাই। হে ভক্তবৎসল! দীনের প্রতি একবার কৃপা-নয়নে

চাও। সংসার-রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করিয়া রঙ্গরহস্যে আপনার স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছি। মায়ার জালে বেষ্টিত হইয়া তদনুযায়ী প্রকৃতি লাভ করিয়াছি। হে মায়াধীশ বৈকুণ্ঠনাথ! আমাদিগকে মায়ার জাল হইতে রক্ষা কর। তোমাকে আশ্রয় করিলে দুরত্যয়া মায়া অতিক্রম করা যায়। তোমারই অভয় বাণী—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

হে প্রভু, একদিকে তোমার এই অভয় বাণী, অপরদিকে অকূল মহাসাগরের উত্তালতরঙ্গ, আবার তাহাতে বেগবান্ প্রবাহ! তোমার উদ্দেশ্যে তোমার সুমধুর মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া, ঐ অভয়বাণীর শক্তিকে আশ্রয় করিয়া, উজানস্রোতে বুক পাতিয়া দিলাম—ভরসা কেবল তুমি।

সেই দিব্যরূপের কথা ছাড়িয়া দিয়া স্থূলভাবেও মূর্ত্তিটি হৃদয়ে কি এক অভিনব ভাব জাগাইয়া দেয়। মূর্ত্তিটি প্রস্তরের হইলেও এরূপ সুভঙ্গিম, এরূপ সুসজ্জিত এবং এরূপ সুকৌশলে গঠিত যে, তাহার ভিতর দিয়া ভগবানের সৃষ্ট্যুন্মুখী ভাবটি দর্শকের হৃদয়ে প্রকট হইয়া পড়ে। ধন্য তিনি, যিনি প্রস্তরের ভিতর দিয়া ভগবানের অপ্রকটভাব প্রকট করিয়াছেন—শাস্ত্রও ঠিক এই উদ্দেশ্য সাধন করে। শব্দসংযোজনাদ্বারা ঐশী অপ্রকটভাব প্রকটিত হয়। রঙ্গনাথের যে ভাব প্রস্তরের ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে, ভাগবতও বাক্য ও বর্ণসংযোজনা দ্বারা সেই ভাবকে ইঙ্গিত করিতেছে।

উদাপ্লুতং বিশ্বমিদং তদাসীৎ
যন্নিদ্রয়াঽমীলিতদৃঙ্ন্যমীলয়ৎ।
অহীন্দ্রতল্পে ধিশয়ান একঃ
কৃতক্ষণঃ স্বাত্মরতো নিরীহঃ॥ ভাগবত ৩।৮।১০

এই বিশ্ব যৎকালে একার্ণবোদকে নিমগ্ন ছিল, তৎকালে অমীলিতদৃক্ অর্থাৎ "অতিরোহিত চিচ্ছক্তিরেব" শ্রীনারায়ণ একাকী অহিশ্রেষ্ঠ অনন্তকে শয্যা করিয়া তদুপরি শয়ন করেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি অমীলিতদৃক্ অর্থাৎ অসুপ্তচৈতন্যশক্তি। তিনি মায়া-বিনোদ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপানন্দে মগ্ন ছিলেন; অতএব নিরীহ বা নিষ্ক্রিয় ছিলেন বলা যাইতে পারে।

সোঽন্তঃ শরীরেঽর্পিতভূতসূক্ষ্মঃ
কালাত্মিকাং শক্তিমুদীরয়াণঃ।

উবাসতস্মিন্ সলিলে পদে স্বে
যথানলো দারুনিরুদ্ধবীর্য্যঃ॥

তাঁহার অন্তঃশরীরে ভূতসূক্ষ্ম নিহিত ছিল। পুনর্ব্বার সৃষ্টি সময়ে কালাত্মিকা শক্তিকে জাগরিত করিয়াছিলেন। অগ্নি যেরূপ নিরুদ্ধবীর্য্য হইয়া কাষ্ঠে অবস্থিতি করে, তিনিও তদ্রূপ আত্ম-অধিষ্ঠান জলে বাস করিয়াছিলেন।

তস্যার্থসূক্ষ্মাভিনিবিষ্টদৃষ্টে
রন্তর্গতোঽর্থো রজসা তনীয়ান্।
গুণেন কালানুগতেন বিদ্ধঃ
সূষ্যংস্তদাভিদ্যত নাভিদেশাৎ॥
সপদ্মকোষঃ সহসোদতিষ্ঠং

অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম অর্থ সমূহে দৃষ্টি নিবেশ করিলে অন্তর্গত সেই অর্থকালানুগত রজোগুণদ্বারা ক্ষোভিত হইয়া তাঁহার নাভিদেশ হইতে একটি সূক্ষ্ম পদার্থরূপে উদ্ভূত হইয়াছিল। সেই সূক্ষ্ম পদার্থটি পদ্মকোষরূপে উত্থিত হইয়াছিল—

তল্লোকপদ্মং স উ এব বিষ্ণুঃ
প্রাবীবিশৎ সর্ব্বগুণাবভাসম্।
তস্মিন্ স্বয়ং বেদময়ো বিধাতা
স্বয়ম্ভুবং যঃ স্ম বদন্তি সোঽভূৎ॥

এই পদ্ম লোকস্বরূপ এবং জীবের উপভোগ্য সকল গুণের আভাস প্রদান করে। বিষ্ণু অন্তর্যামিরূপে তাহাতে প্রবেশ করিলেন; তাহা হইতেই বেদময় স্বয়ম্ভু আবির্ভূত হইলেন।

ভাগবতের এই বর্ণনা রঙ্গনাথের মূর্ত্তিতে যেন স্থূলভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

ভূর্ভুবঃ প্রভৃতি সাতটি লোক। ইহার পর বৈকুণ্ঠ। তাই শ্রীরঙ্গের মূলমন্দির সপ্তপ্রাকার-বেষ্টিত। সাতটি প্রাকার অতিক্রম করিয়া তবে বিগ্রহ দর্শন ঘটে।

পাতালাৎ ব্রহ্মলোকান্তং ব্রহ্মাণ্ডং পরিকীর্ত্তিতম্।
ততউর্দ্ধং চ বৈকুণ্ঠং ব্রহ্মাণ্ডং বহিরেব চ॥ দেবীভাগবত, ৯।৮

এই বৈকুণ্ঠ বিরজার পারে; তাই কাবেরী নদী বিরজায় ইঙ্গিত করিতেছে।

কাবেরী বিরজা তোয়ং বৈকুণ্ঠং রঙ্গমন্দিরম্।
পররাসুদেবরঙ্গেশং প্রত্যক্ষং পরমং পদম্॥

বাসুদেবের শক্তি লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের পদসেবা করিতেছেন ; মূর্ত্তিতেও সেইভাবে লক্ষ্মীদেবী বিরাজমানা—

বৈকুণ্ঠে তু পরে লোকে শ্রিয়া সার্দ্ধং জগৎপতিঃ।
আস্তে বিষ্ণুরচিন্ত্যাত্মা ভক্তৈর্ভাগবতৈঃ সহ॥ লিঙ্গপুরাণ ১।২

এই মূল তথ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কোন অতীত কালে এই বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছে। ঋষিরা মোহান্ধজীবকুলের উদ্ধারের জন্য এইরূপ ভিন্ন ভিন্নভাবে নানামূর্ত্তি প্রকট করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন নদী ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে সাগরে পতিত হয়, তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাধনা করিলেও উদ্দেশ্য সেই "তদ্বিষ্ণো পরমং পদংম্"।

অনেকে এইরূপ মূর্ত্তিপূজাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া ঘৃণা করেন; কিন্তু তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে, ইহার মধ্যে একবিন্দু পৌত্তলিকতা নাই। অর্চ্চা হউক কি বিভব হউক, কি ব্যূহ উপাসনা হউক, সকলের ভিতর দিয়া একটি মূল ভাবই উপদিষ্ট হইয়াছে।

রঙ্গক্ষেত্রকে অনেকে আধুনিক তীর্থ মনে করেন, কিন্তু আমরা ভাগবতে বলদেবের তীর্থপর্য্যটনোপলক্ষে শ্রীরঙ্গের ·· ন দেখিতে পাই।

শ্রীরঙ্গাখ্যং মহাপুণ্যং যত্র সন্নিহিতো হরিঃ। ১০।৭৯।৪

এতদ্ব্যতীত মৎস্যপুরাণে—

অথ শ্রীরঙ্গসঙ্গিতম্।
এতেষ্বপি সদা শ্রাদ্ধমনন্তফলদং স্মৃতম্॥

এই তীর্থ প্রাচীন কি আধুনিক এ বিচার পণ্ডিতেরা করুন, আমাদের সে বিচারে প্রয়োজন নাই। ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব আমাদের বোধগম্য নহে। আমাদের পক্ষে মহাপুরুষ-আচরিত ধর্ম্মই আদর্শ। বেশী দূরে যাইতে হইবে না, এই কলিযুগেই প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য যিনি করুণাবসে অতীব উন্নত উজ্জ্বল রস প্রচারার্থ জীবের কল্যাণকল্পে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

এই মহান্ আদর্শ স্বীয় আচরণ দ্বারা জগৎকে দেখাইয়াছেন, যাঁহার ক্ষণিক সঙ্গগুণে রঘুনাথ দাস গোস্বামী অতুল সম্পদও অপ্সরাতুল্য অপরূপ লাবণ্যময়ী

পরিণীতা পত্নীকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া অমানি-মানদভাবে বৈরাগ্যের চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, সেই আদর্শ পুরুষ এই তীর্থে আগমন করিয়া চারি মাস অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

এই সকল মহাপুরুষ যে সকল স্থানে গমন করেন, সে সকল স্থান তীর্থ না হইলেও তাঁহাদিগের সংস্পর্শে তীর্থত্ব প্রাপ্ত হয়। রাজা যুধিষ্ঠির বিদুরকে বলিয়াছিলেন,—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতা স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা॥ ভা ১।১৩।১০।

অর্থাৎ তাঁহাদের তীর্থ পর্য্যটনের সার্থকতা নাই, কেবল তীর্থানুগ্রহার্থই তীর্থপর্য্যটন। কারণ মলিন জনসম্পর্কে তীর্থ অতীর্থ হইয়া পড়ে। সাধুপুরুষেরা অন্তস্থিত নারায়ণদ্বারা পুনরায় তীর্থরূপে পরিণত করেন।

চৈতন্যদেবের তীর্থ ভ্রমণও লোকশিক্ষার জন্য। তাঁহার নিজের কোন প্রয়োজন ছিল না —

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে কৈল আগমন॥
কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ।
স্তুতি প্রণতি করি মানিল কৃতার্থ॥
প্রেমাবেশে কৈল বহু গান-নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সবাকার মন॥

* * * *

কাবেরীতে স্নান করি শ্রীরঙ্গদর্শন।
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্ত্তন॥

রামানুজ সম্প্রদায়দিগের মধ্যে প্রচলিত রঙ্গনাথের মনোরম স্তুতির সহিত আমরা প্রবন্ধ শেষ করি। ওঁ

পদ্মাধিরাজে গরুড়াধিরাজে বিরিঞ্চিরাজে সুররাজরাজে
ত্রৈলোক্যরাজেঽখিললোকরাজে শ্রীরঙ্গরাজে রমতাং মনো মে॥
আনন্দরূপে নিজবোধরূপে ব্রহ্মস্বরূপে শ্রুতিমূর্ত্তিরূপে
শশাঙ্করূপে রমণীয়রূপে শ্রীরঙ্গরূপে রমতাং মনো মে॥

লক্ষ্মীনিবাসে জগতাংনিবাসে উৎপন্নবাসে রবিবিম্ববাসে
ক্ষীরাব্ধিবাসে ফণিভোগবাসে শ্রীরঙ্গবাসে রমতাং মনো মে ॥
ব্রহ্মাদিবন্দ্যে জগদেকবন্দ্যে দেবে মুকুন্দে চরণারবিন্দে
গোবিন্দদেবেঽখিললোকদেবে শ্রীরঙ্গদেবে রমতা মনো মে ॥
লীলাভুবর্ণে ভুজপুণ্যকর্ণে আনন্দনেত্রে কমলাকলত্রে
শ্রীনিত্যরঙ্গে জিতমল্লরঙ্গে শ্রীরঙ্গরঙ্গে রমতাং মনো মে ॥
সুচিত্তশায়ী ভুজগেন্দ্রশায়ী শ্রীনন্দাঙ্কশায়ী কমলাঙ্কশায়ী
আমোদশায়ী বটপত্রশায়ী শ্রীরঙ্গশায়ী রমতাং মনো মে ॥
অমোঘনিদ্রে জগদেকনিদ্রে বিরিঞ্চিনিদ্রে শ্রুতিমূর্ত্তিনিদ্রে
শ্রীযোগনিদ্রে সুখভোগনিদ্রে শ্রীরঙ্গনিদ্রে রমতাং মনো মে ॥
কংশপ্রণাশে নরকপ্রণাশে ভক্তপ্রদানে জগতাং নিধানে
অনাথনাথে জগদেকনাথে শ্রীরঙ্গনাথে রমতাং মনো মে ॥
লক্ষ্মীনিবর্ত্তে সুররাজভর্ত্তে ভক্তার্ত্তিহর্ত্তে যুগনিত্যকর্ত্তে
আনন্দমূর্ত্তে জগদেকমূর্ত্তে শ্রীরঙ্গমূর্ত্তে রমতাং মনো মে ॥
কাবেরীতীরে কমলাকলত্রে মন্দারমালে কৃতচারুমালে
দৈত্যান্তকালেঽখিললোকপালে শ্রীরঙ্গপালে রমতাং মনো মে ॥
ব্রহ্মাদিবন্দ্যে চ শিবাদিবন্দ্যে সনকাদিবন্দ্যে চ শুকাদিবন্দ্যো
ত্রৈলোক্যবন্দ্যো মুনিচারুবন্দ্যো শ্রীরঙ্গবন্দ্যো রমতাং মনো মে ॥

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রম্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কৃপাত্মকা প্রপদ্য ত্বাং বুদ্ধধর্ম্মপুরঃসরীম্।
সুখেনায়ান্তি মাহাত্ম্যমতুলং ভক্তিবৎসলে॥ ৪

(ভক্তিবৎসলে, বুদ্ধধর্ম্ম পুরঃসরীম্ ত্বাং প্রপদ্য, কৃপাত্মকাঃ অতুলং মাহাত্ম্যং সুখেন আয়ান্তি।)

তুমি বুদ্ধধর্ম্মের অগ্রে গমন কর ও দীপের মত পথ প্রদর্শন করাও। হে ভক্তিবৎসলে, কৃপালু পুরুষ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া অতুল মাহাত্ম্য লাভ করে। বৌদ্ধত্ব লাভ করিতে হইলে সাধক যে মার্গই অনুসরণ করুন না কেন, তিনি মোহাযোগীই হন বা ভক্তিপথেই অগ্রসর হন প্রজ্ঞাদেবীর কৃপা না হইলে তাঁহার সাধনা বিড়ম্বনা মাত্র হইবে। প্রজ্ঞারূপিণী গায়ত্রীশক্তি হৃদয়ে আনিতে পারিলে তবে সাধক নিরাপদ। তাই তাঁহার বিষয়ে আছে—

"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।
সা বিদ্যা পরমা মুক্তে র্হেতুভূতা সনাতনী॥

(সেই বরদায়িনী, বিশ্বরূপে প্রত্যক্ষীভূতা এই মহামায়া প্রসন্না হইলেই মানবগণের মুক্তির হেতুভূতা হইয়া থাকেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞান-লক্ষণাবিদ্যা; অতএব তিনি মুক্তির কারণস্বরূপা এবং সনাতনী অর্থাৎ নিত্যা) কিন্তু তাঁহার কৃপা লাভে নিরাশ হইতে হয় না; কারণ তিনি অতি ভক্তিবৎসল, যিনিই তাঁহাকে ভক্তি করেন, তিনিই তাঁহার কৃপালাভ করিতে সক্ষম হন। কিন্তু মোক্ষলাভ করিতে হইলে, তাঁহাতে পরা ভক্তি চাই। তিনিই পরমভক্ত, যিনি কৃপাত্মক, পরহিত ব্রতী ও পরার্থে আত্মত্যাগী। শাস্ত্র বলিতেছেন,

এক এক পরোহ্যাত্মা ভগবানীশ্বরোঽব্যয়ঃ।
প্রত্যগাত্ম-স্বরূপেণ দৃশ্যরূপেণ চ স্বয়ম্॥
ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ।
আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্বতঃ॥

তস্মাৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু দয়াং কুরুত সৌহৃদম্।
আসুরং ভাবমুন্মুচ্য যথা তুষ্যত্যধোক্ষজঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতং সপ্তম স্কন্ধে ৬ অঃ।

(ভগবান অচ্যুত সর্ব্বভূতের আত্মা এবং সর্ব্বতঃ সিদ্ধ বলিয়া তাঁহাকে প্রীত করা বহু প্রয়াসের কর্ম্ম নহে। স্থাবর হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাণী এবং ভৌতিক বিকার আকাশাদি মহাভূত, সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ এবং ঐ সকল গুণের সাম্যাবস্থা (প্রকৃতি) ও মহত্তত্ত্ব গুণব্যতিকর, এই সমস্তেই ব্রহ্মস্বরূপ অব্যয় ভগবান্ ঈশ্বর এক আত্মরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তথাপি গুণ সৃষ্টিকারিণী মায়াদ্বারা তিনি আবৃত থাকাতে স্বয়ং অনির্দ্দেশ্য এবং অবিকল্পিত হইয়াও দ্রষ্টা ও ভোক্তারূপে ব্যাপক এবং ভোগ্য দেহাদিরূপে ব্যাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ্য ও বিকল্পিত হইয়া থাকেন , কেবল অনুভব স্বরূপ আনন্দই তাঁহার স্বরূপ। তোমরা আসুর ভাব ত্যাগ করিয়া সর্ব্বভূতে দয়া এবং মৈত্রী কর। ইহা দ্বারাই ভগবান্ অধো-ক্ষজ সন্তুষ্ট হইবেন)।

সকৃদপ্যাশয়ে শুদ্ধে যস্ত্বাং বিধিবদীক্ষতে।
তেনাপি নিয়তং সিদ্ধিঃ প্রাপ্যতেঽমোঘদর্শনে॥ ৫

(অমোঘদর্শনে (অব্যর্থ বা সফল দর্শনে) আশয়ে (চিত্তে) শুদ্ধে (সতি) যঃ ত্বাং সকৃদপি (একবারম্ অপি) বিধিবৎ (বিধিপূর্ব্বকং) ঈক্ষতে, তেনাপি নিয়তং সিদ্ধিঃ প্রাপ্যতে।)

যিনি চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া, রাগদ্বেষাদি হইতে রহিত হইয়া, বিধিপূর্ব্বক তোমার একবার দর্শনলাভ করেন, তিনি অবশ্য সিদ্ধিলাভ করেন, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ হয়েন ; কারণ তুমি অমোঘদর্শন,—তোমার দর্শন কখনও বিফল বা ব্যর্থ হয় না।

চিত্তশুদ্ধি কাহাকে বলে এবং চিত্ত কি উপায়ে শুদ্ধ হয় তাহা দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে।

বিধিবদীক্ষতে—যথাবিধি ঈক্ষণ করে। যথাবিধি ঈক্ষণ কিরূপ ? বদ্ধ মানবের জ্ঞান বহির্মুখী। ইন্দ্রিয়গণ কেবল তাহাকে ভোগ্যবস্তু দেখায়। কিন্তু যে কেহ সেই সমস্ত ভোগ্য বস্তু না দেখিয়া,সেই চৈতন্যরূপিণী মহাবিদ্যাকেই দেখিতে পায়, তাহারই প্রকৃত দর্শন হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ কঠ—৪র্থ বল্লী—১

(স্বয়ম্ভু ইন্দ্রিয়গণকে বহির্ম্মুখ করিয়া রচনা করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত জীব বাহ্য বিষয়মাত্র দেখিয়া থাকে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। মোক্ষাভিলাষী জ্ঞানী কোন কোন লোক বিষয় হইতে তাঁহাদিগের দৃষ্টি অন্তর্হিত করিয়া অন্তরস্থ আত্মাকে দেখিতে পায়।)

ভগবান শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোকের 'আবৃত্ত-চক্ষুঃ'র ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—"কথং পশ্যতি ইত্যুচ্যতে। আবৃত্তচক্ষুরাবৃত্তং ব্যাবৃত্তং চক্ষুঃ শ্রোত্রাদিকমিন্দ্রিয়জাতমশেষবিষয়াত্তস্য স আবৃত্তচক্ষুঃ। স এবং সংস্কৃতঃ প্রত্যগাত্মানং পশ্যতি নহি বাহ্যবিষয়া লোচনপরত্বং প্রত্যগাত্মেক্ষণং চৈকস্য সম্ভবতি।" কিরূপে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বুঝান হইতেছে। চক্ষু ব্যাবৃত্ত করা বা চক্ষু কর্ণ বা অপর অপর ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে ফিরানই "আবৃত্তচক্ষুঃ।" এইরূপ সংস্কৃত হইলে, তবে প্রত্যগাত্মাকে দেখা যায়। বাহ্য বিষয়ে লোচনপরত্ব ও প্রত্যগাত্মাকে নিরীক্ষণ একসঙ্গে এতদুভয়ের সম্ভাবনা হইতে পারে না। তাই শুদ্ধ আশয়ের কথা মূল শ্লোকে বলা হইয়াছে।

উপনিষদ একভাবে বলিয়াছেন প্রত্যগাত্মাকে দর্শন; প্রজ্ঞাপরিমিতা সেই এক কথাই অন্যভাবে বলিতেছেন,—"প্রজ্ঞাকে ঈক্ষণ। বদ্ধমানব সর্ব্বত্র ভোগ্যবস্তুই দেখে। অনন্ত যাম, বৎসর, যুগ, কল্প অতীত হইয়াছে, আবার ভবিষ্যতে অনন্ত যামাদি আসিবে। ইহাদিগের সকলেরই আদি আছে, সকলেরই অন্ত হয়, কেবল এক সম্বিতেরই আরম্ভ বা অন্ত নাই। * এমন যে সংবিদ্ বা আত্মজ্ঞান, তাহাও বদ্ধমানব বিষয়ব্যতিরেকে উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহার কারণ ঐ পূর্ব্বোক্ত বহির্মুখী বৃত্তি। তাহার পর আবার আত্মা বা

---

* মাসাব্দযুগকল্পেষু গ তা গম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সংবিদেষা স্বয়ংপ্রভা॥
পঞ্চদশী—১—৭]

বাহ্ন সর্ব্বত্রই সেই চৈতন্যরূপিণীকে দেখা। ইহা কি করিয়া সম্ভবপর, আবার সে দর্শনই বা কিরূপ?

ব্রহ্ম বা ব্রহ্মযোনিকে দেখিতে হইলে, অগ্রে আত্মতত্ত্বজ্ঞান হওয়া আবশ্যক। শ্রুতি বলিতেছেন,—

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমে নেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥ শ্বেতাশ্বতর ২য়—১৫

(আত্মতত্ত্বজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের দীপস্বরূপ। আত্মতত্ত্ব দৃষ্ট হইলে ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ব্রহ্মদর্শন হইতেছে, জীবাত্মার সহিত একীভূত সত্তাস্বরূপ ব্রহ্মের অনুভব করা। তাঁহাকে জন্মরহিত, নিত্য ও অপ্রাকৃত, প্রকৃত্যাদি কর্তৃক অসংস্পৃষ্ট জন্ম কর্ম্মাদি বিশিষ্ট বলিয়া মনে করা। তাঁহার সাক্ষাৎকারে জীবের আর কোন বন্ধনই থাকে না; বন্ধন সকল আপনা হইতেই ছিন্ন হইয়া যায়। এই নিয়ত-সিদ্ধি প্রাপ্তি। বস্তুতঃ শ্রুতির এই শ্লোকেই প্রজ্ঞা পরিমিতার শ্লোকের সমস্ত কথাই আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, আত্মতত্ত্বদর্শনে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। কিন্তু আত্মতত্ত্বের দর্শন চিত্তশুদ্ধিকে অপেক্ষা করে। নির্ম্মলচিত্ত বিষয়াকার ধারণ করে না। চিত্ত বিষয়াকার ধারণ না করিলেই উহার আত্মাকারতা সিদ্ধ হয়। আত্মাকার চিত্তই ব্রহ্মদর্শনের যোগ্য। তাহাকেই আমাদিগের শ্লোকে 'বিধিবৎ' বলা হইয়াছে। আর তাঁহার দর্শনও সাধারণ দর্শন নয়, তাহা উপনিষদে "সর্ব্ব-তত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং" কথায় বেশ ইঙ্গিত করিয়াছেন। বদ্ধজীব ও আত্মতত্ত্বজ্ঞের অবস্থার কি প্রভেদ বৃহদারণ্যক উপনিষদে তাহা বেশ ব্যক্ত আছে।

"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কমভিবদেৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি॥ ১৪

২য় অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ।

(যখন আত্মাতে অজ্ঞতা বশতঃ দ্বৈতের ন্যায় ভাব উদিত হয়, তখনই

আত্মা দর্শন দ্বারা দৃশ্য বিষয়ান্তর দর্শন করিয়া থাকেন, তখনই তিনি নাসিকা দ্বারা ঘ্রাতব্য বিষয়ান্তর আঘ্রাণ করিয়া থাকেন, তখনই তিনি কর্ণদ্বারা শ্রোতব্য বিষয়ান্তর শ্রবণ করিয়া থাকেন, তখনই তিনি বাগিন্দ্রিয় দ্বারা বক্তব্য বিষয়ান্তর বলিয়া থাকেন, তখনই তিনি বুদ্ধিদ্বারা বোদ্ধব্য বিষয়ান্তর অনুভব করিয়া থাকেন; কিন্তু ঐ আত্মার সম্বন্ধে যখন সকলই আত্মা (অর্থাৎ আত্মশক্তির প্রকাশ) বলিয়া নিশ্চয় হয়, তখন তিনি আর কাহা দ্বারা কাহাকে আঘ্রাণ করিবেন, কাহাদ্বারা কাহাকে দেখিবেন, কাহাদ্বারা কাহাকে শুনিবেন, কাহাদ্বারা কাহাকে বলিবেন, কাহাদ্বারা কি মনন করিবেন, অথবা কাহাদ্বারা কি অনুভব করিবেন? যাঁহাদ্বারা এই সকল জানা যায়, তাঁহাকে কোন কারণ দ্বারা জানা যাইবে? যিনি স্বয়ংই বিজ্ঞাতা, সেই পরমাত্মাকে আর কোন্ কারণ দ্বারা জানা যাইবে?

সর্ব্বেষামপি বীরাণাং পরার্থনিয়তাত্মনাম্।
যাহধিকা জনয়িত্রী চ মাতা ত্বমসি বৎসলা॥ ১

(সর্ব্বেষামপি পরার্থনিয়তাত্মনাং (অতএব) বীরাণাং যা অধিকা জনয়িত্রী বৎসলা মাতা চ (সা) ত্বমসি।) সমস্ত পরার্থ নিয়ত বীরদিগের, তুমি অধিক জননী এবং বৎসলা মাতা। যাঁহারা আপনার মনকে পরের উপকারে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করেন, আপনার মন পরকে অর্পণ করেন, তাঁহারাই বীর। এই সকল বীরের তুমি অধিক জননী ও দয়ালু মাতা। যিনি সর্ব্বদা সকল সময়ে স্বার্থ ত্যাগ করিয়া পরোপকারে নিযুক্ত থাকেন, তিনি তোমার পুত্র; তুমি মাতার ন্যায় তাঁহাকে উৎপন্ন কর, পালন কর, তাঁহাকে দর্শন দাও, তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ কর।

প্রজ্ঞাপারমিতা সাধনের পূর্ব্বে আর ছয়টি পারমিতা সাধনা আছে। সে গুলি এই প্রকার;—

১। দান; এই দান অর্থে কেবল যে সাধারণ "দান" বুঝাইতেছে তাহা নহে; ইহার অর্থ সর্ব্বতোমুখী প্রেমভাব। পরার্থ-নিয়তাত্মনাং এই অর্থে প্রয়োগিত হইয়াছে।

২। শীল; এটি দমগুণের সাধনা। বৌদ্ধ শাস্ত্রে শীল তিন প্রকারের,—পঞ্চশীল, অষ্টশীল ও দশশীল। পঞ্চশীল যথা, (১) প্রাণিবধ করিব না,

(২) পরদ্রব্য হরণ করিব না। (৩) ব্যভিচার করিব না, (৪) মিথ্যা কথা বলিব না, (৫) প্রমাদের কারণীভূত মদ্যপানাদি করিব না। অষ্টশীল যথা, পূর্ব্বোক্ত গুলি সমস্ত, তাহার উপর (৬) অপরাহ্নে ভোজন করিব না, (৭) নৃত্য গীত বাদ্য ও উৎসব আদি দর্শন করিব না, (৮) শোভার নিমিত্ত মাল্য বা গন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিব না। দশশীল যথা, পূর্ব্বোক্ত আটটি এবং (৯) উচ্চাসন বা উচ্চ শয্যা, মহাসন বা মহা শয্যাতে উপবেশন বা শয়ন করিব না, (১০) সুবর্ণ বা রৌপ্য প্রতিগ্রহ করিব না।

৩। ক্ষান্তি; নাগভট্ট দেবী-মাহাত্ম্যটীকায় লিখিয়াছেন,—"সত্যপি সামর্থ্যে অপকারিণি অপকারাচিকীর্ষা" সামর্থ্য থাকিলেও অপকারীর অপকার সহনই ক্ষান্তি। পূর্ব্বে যে 'আশয়ে শুদ্ধে" ও "পরার্থনিয়তাত্মনাং" বলা হইয়াছে ইহাদেরই মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পারমিতা নিহিত আছে।

৪। বৈরাগ্য, ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত সুখসাধন উপস্থিত হইলেও বা যে কোন দুঃখের কারণ আসিলেও, তাহাদিগের উভয়ের প্রতি আসক্তি বা বিরক্তিশূন্যতাই বৈরাগ্য। ইহাতেই মায়াকে জয় ও সৎ বস্তুর বোধ হয়। সুত্তনিপাঠে আছে, "ইন্দ্রিয় বোধকে উচ্ছেদ কর, দুঃখ ও কষ্টলাভ বা ক্ষতি জয় বা পরাজয় সমানভাবে দেখিতে শিখ" তাহার অপর স্থলে আছে, সেই যে অক্ষর বস্তু আছে তাহাতেই আশ্রয় লও"। ইহাই "আলয়"। সেই অলয়ে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত কর। "যতক্ষণ তুমি সেই ভাবে থাকিবে, ততক্ষণ তুমি নিরাপদ; তাহা হইতে পৃথক হইলেই তুমি সংবৃত্তির ক্রীড়াক্ষেত্র হইবে, জগৎপ্রপঞ্চ দেখিতে থাকিবে।" যিনি সর্ব্বদাই এই আলয়ে থাকেন তিনিই পরার্থ-নিয়তাত্মা। পর-অর্থই আলয়।

হে সাধক যখন তুমি এইরূপ মায়াবন্ধন ছিন্ন করিতে করিতে অগ্রসর হইবে, কামচারী "মার" নানাভাবে তোমাকে প্রলুব্ধ করিতে থাকিবে। তুমি ইহাতে অনার্য্যের মত ভীত হইও না বা মারের প্রলোভনে কর্ণপাত করিও না। এই সকল লামাগ্নিদিগকে দূরে সরাইয়া দিও। বীরের মত স্থির থাকিও। অক্ষর-সত্যানুসন্ধিৎসু সাধক! চিন্তার উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব রাখিও, তোমার ক্ষুদ্র অহং জ্ঞান আসিতে দিও না, সেই শুদ্ধ জ্যোতীরূপী এক আলো তাহা হইতে দৃষ্টি সরাইও না। ইহাই সাধকের বীরত্ব। তাই উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্ত বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥ মুণ্ডক৩-২-১৪ ।

আত্মতত্ত্বে মনোনিবেশে যে শক্তি উদ্ভূত হয়, যে সাধকে তাহার অভাব, বিষয় সঙ্গ জন্য যে প্রমাদ উপস্থিত হয়, তাহা যাহার হয়, যে জ্ঞান সন্ন্যাসবিহীন তাহার দ্বারা আত্মবোধ হয় না। কিন্তু যে জ্ঞানী বীর্য্য, অপ্রমোদ (বৈরাগ্য) সন্ন্যাস-বিধৌত জ্ঞানের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকারার্থ দৃঢ়চেষ্ট তিনিই ব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হন। তাই পঞ্চম পারমিতা,

৫। বীর্য্য, সেই অদম্য শক্তি যাহার সাহায্যে সাধক মোহরূপ কর্দ্দম হইতে সত্য লাভের অমিত তেজে অগ্রসর হয়। আমাদিগের শ্লোকে সেই অর্থে "বীরাণাং" কথার প্রয়োগ রহিয়াছে। তাহার পর,

৬। ধ্যান, ইহাই আত্মতত্ত্বে স্থির হওয়া। তাহার পর প্রজ্ঞাদর্শন। ৫ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বোক্তরূপে বিচার করিলে আমরা এই শ্লোকটি এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারি।

সেই অক্ষয় আত্মভাবে সর্ব্বদা স্থির বুদ্ধি (আলয়ে নিমজ্জিত) অথবা পরহিত-ব্রতী বীরদিগের তুমি সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহশীলা জননী-স্বরূপিণী। বীর কাহাকে বলে বা "পরার্থনিয়তাত্মা" কি তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

আত্মতত্ত্বে স্থির হওয়ার প্রজ্ঞাদর্শন কি, তাহা দেবীসূক্তে কিরূপে আভাস দেওয়া হইয়াছে দেখুন।

"ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবংতে বদামি ॥"

(যে অন্ন ভক্ষিত হয়, তাহা আমার দ্বারাই ভোক্তৃ শক্তিরূপে ভক্ষিত হয়, যাহা আলোক দেয়, শ্বাসোচ্ছ্বাসাদি ব্যাপার সম্পাদন করে, কথিত বাক্য শ্রবণ করে, তাহা আমিই। যে ঈদৃশ অন্তর্য্যামিরূপে স্থিতা আমাকে জানে, সে সংশয় হীন হয়। হে শ্রুত আমি যাহা বলিতেছি শুন, শ্রদ্ধা যত্ন লভ্য ঈদৃশ ব্রহ্মাত্মক বস্তু তোমায় বলিতেছি।) ক্রমশঃ

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

জন্মান্তর।

(১)

আর্য্য ঋষিরা ভারতীয় আর্য্যজাতির কল্যাণের জন্য যে অপূর্ব্ব ধর্ম্মমন্দির রচনা করেন—যে মন্দিরের ভিত্তিস্তর স্বধর্ম্ম এবং যাহার চূড়ায় নির্ব্বাণের দিব্য জ্যোতিঃ—সেই ধর্ম্মমন্দিরের ধারণ-স্তম্ভ দুইটি—কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর। 'পন্থা'র পাঠকের জন্য আমি কিছুদিন পূর্ব্বে কর্ম্মবাদের আলোচনা করিয়াছিলাম। অদ্য জন্মান্তরের কিছু প্রসঙ্গ করিব।

আর্য্য ঋষিরা দেহের অতিরিক্ত দেহী মানিতেন। তাঁহাদের মতে শরীর অনিত্য কিন্তু যিনি শরীরী—শরীরের অধিষ্ঠাতা, সেই জীব নিত্য। শরীর নশ্বর, বিনাশী; কিন্তু তিনি অবিনাশী, অবিনশ্বর। শরীরের নাশে তাঁহার নাশ হয় না।

মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরম্ আত্তং মৃত্যুনা,

তদস্য অশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানম্।—ছান্দোগ্য

'এই শরীর মর্ত্ত্য, মৃত্যুগ্রস্ত, ইহা অশরীর অমৃত আত্মার অধিষ্ঠান।' আর্য্য ঋষিদিগের শিক্ষা এই যে, জীব অজর অমর অক্ষর।

স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ।—কৌষীতকী

জীবের জন্ম মৃত্যু নাই, উৎপত্তি বিনাশ নাই, অপচয় উপচয় নাই।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ

নায়ং ভূত্বা ভবিতা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

জীব অজ নিত্য পুরাতন সনাতন।

আর্য্য ঋষিদিগের মতের স্বপক্ষে অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার স্থান এ নহে। সম্প্রতি আমরা মানিয়া লই যে,

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে

অস্ত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।—কঠ

'জীব মৃত হইলে মনুষ্যের মধ্যে যে সন্দেহ উপস্থিত হয়—কেহ বলে থাকে,

কেহ বলে থাকে না'—এ সন্দেহ ভিত্তিহীন। আমরা মানিয়া লই যে, জীব অবিনাশী—দেহের নাশে তাহার নাশ নাই। অতএব জড়বাদীরা যে বলেন দেহাতিরিক্ত চৈতন্য নাই, দেহভঙ্গেই চেতনার অবসান—সম্প্রতি আমরা এ অসার মতের কোন প্রতিবাদ করিব না। কিন্তু দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করিলেও প্রশ্ন উঠিবে যে, দেহের নাশ হইলে আত্মার কি গতি হয়? আত্মা কি লোকান্তরে অবস্থান করে অথবা পুনরায় ইহলোকে ফিরিয়া আসিয়া দেহান্তর গ্রহণ করে। অর্থাৎ জীবের কি জন্মান্তর হয়? এ দেশের প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, জীব পুনঃ পুনঃ জন্মান্তর গ্রহণ করে। এ বিশ্বাস কি অমূলক? জন্মান্তরবাদের প্রমাণ কি?

জন্মান্তর যে একটা অসম্ভব বাজে কথা নহে, পাঠকের চিত্তে এই ভাব জাগ্রৎ করিবার জন্য আমি প্রথমতঃ তুইজন পাশ্চাত্য মনীষীর মত উদ্ধৃত করিব এবং তদ্দ্বারা পাঠকের মন প্রবণ করিয়া পরে জন্মান্তর সম্বন্ধে প্রমাণের অবতারণা করিব।

সকলেই হাক্স্লির নাম শুনিয়াছেন। ইনি উনবিংশ শতাব্দীর এক জন প্রধান বৈজ্ঞানিক—ঐ যুগের ইংলণ্ডের প্রায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। তিনি তাঁহার 'বিবর্ত্তবাদ ও ধর্ম্মনীতি' গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—'তরলমতি ভিন্ন অন্য কেহই জন্মান্তরবাদকে একবারে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিবে না। বিবর্ত্তবাদের ন্যায় জন্মান্তরবাদও সত্যভূমিকার উপর প্রতিষ্ঠিত; এবং উপমান (anology) প্রমাণের দৃঢ় যুক্তিদ্বারা ইহাও সমর্থিত হইতে পারে।' * যাঁহারা পাশ্চাত্যমতের দোহাই দেন, হাক্স্লির সারগর্ভ কথাগুলির প্রতি তাঁহাদের প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা তরলমতির অনুকরণ করিয়া যেন এই সার সত্যকে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া না দেন।

* Professor Huxley in his "Evolution and Ethics," (P. 61 Edition of 1894) observed 'None but very hasty thinkers will reject it on the ground of inherent absurdity Like the doctrine of Evolution itself, that of transmigration has its roots in the world of reality and it may claim such support as the great argument of "Analogy" is capable of supplying "

Goethe said to Folk on the occasion of Weiland's funeral, January 25th 1813 :—"I am sure that I, such as you see me here, have lived a thousand times and I hope to come again another thousand times".

আর এক জন পাশ্চাত্য মনীষীর মত উদ্ধৃত করিব। ইনি কবিরাজরাজ গেটে। অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, গেটে একাধারে বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ও কবি ছিলেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহার বিষয় আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে,তিনিই ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের সর্ব্ব প্রধান সাহিত্য-রথী (most potent literary force of the ninteenth century)। এ হেন গেটের মত উপেক্ষণীয় নহে। গেটে এক সময়ে বলিয়াছিলেন,—'আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, আমি এখন যেমন আছি এইরূপ সহস্রবার ছিলাম। আবার সহস্রবার এই পৃথিবীতে আসিব।' সেই গীতায় প্রাচীন কথা,—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন!

'হে অর্জ্জুন! আমার এবং তোমারও বহু জন্ম অতীত হইয়াছে।'

অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, গ্রীক মনীষী পিথাগোরস প্লেটো প্রভৃতিও জীবের জন্মান্তর স্বীকার করিতেন। সেই জন্য অজ্ঞানময় মধ্যযুগে (যখন য়ুরোপ হইতে সত্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছিল), সেই যুগে পিথাগোরসকে অনেক বিদ্রূপ সহিতে হইয়াছিল। এমন কি মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়রও একাধিক স্থলে এই মতবাদকে লইয়া রহস্য করিয়াছেন। কিন্তু এখন রহস্যের যুগ চলিয়া গিয়াছে। উত্তরাধিকার সূত্রে যে মহাকবি সেকস্‌পীয়রের আসন অধিকার করিয়াছেন, জন্মান্তর সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত পাঠককে পূর্ব্বেই উপহার দিয়াছি। অতএব জন্মান্তরবাদ উপেক্ষা করিয়া, অসম্ভব ও অবৈজ্ঞানিক বলিয়া, উড়াইয়া দিবার জিনিস নহে। ধীর স্থির ভাবে, প্রণিধান সহকারে ইহার আলোচনা করা উচিত।

জন্মান্তর যে সত্যমত, ইহার কি কিছু প্রমাণ আছে? প্রমাণ ত্রিবিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম * । যাহা সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়গোচর, তাহাই প্রত্যক্ষ। জন্মান্তর কি আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি? যদি না পারি, তবে জন্মান্তর-বাদ অনুমান সিদ্ধ কিনা? সুদৃঢ় যুক্তির সাহায্যে আমরা ইহার সত্যতা প্রমাণিত করিতে পারি কিনা? ভ্রম-প্রমাদশূন্য তত্ত্বদর্শী আপ্ত ব্যক্তির উপদেশের নাম আগম। এইরূপ আপ্ত-উপদেশ দ্বারা জন্মান্তর সিদ্ধ হয় কিনা? ঐরূপ

---

* প্রত্যক্ষ=Perception অনুমান=Inference এবং আগম=Authority Scriptures.

উপদেশের সাধারণ নাম শাস্ত্র। শাস্ত্রে ঈশ্বরবাক্য বা ঈশ্বরতুল্য সর্ব্বজ্ঞ ঋষি-দিগের বাক্য নিবদ্ধ আছে; সেই জন্য শাস্ত্রের প্রামাণ্য। শাস্ত্রে জন্মান্তর সম্বন্ধে কি উপদেশ আছে?

অবশ্য সকলে আগমের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা হেতুবাদী (Rationalists)। তাহারা হয় প্রত্যক্ষ, না হয় অনুমাণের উপর নির্ভর করিয়া সত্যের অবধারণ করিতে চাহেন। তাঁহাদের নিকট শাস্ত্রের প্রমাণ উপস্থিত করা নিষ্ফল। তথাপি আমরা প্রথমে জন্মান্তর সম্বন্ধে শাস্ত্র বাক্যেরই আলোচনা করিব। শাস্ত্রের সার গীতা। 'সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা'। উপনিষদ্ রূপ গাভীসমূহ দোহন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধিত তৃষিত জীবের জন্য এই গীতারূপ অপূর্ব্ব অমৃত সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সেই গীতা সুস্পষ্ট ভাষায় আত্মার জন্মান্তর খ্যাপন করিয়াছেন:—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।

'জন্মিলেই মৃত্যু নিশ্চিত এবং মরিলেই জন্ম নিশ্চিত। এইরূপে জীব পুনঃ পুনঃ জাত ও মৃত হইতেছে. জন্ম মৃত্যু, আবার জন্ম আবার মৃত্যু—এইরূপ পুনর্জ্জন্ম ও পুনর্মৃত্যুর ঘূর্ণীচক্রে জীব আন্দোলিত হইতেছে। ইহাকেই বলে জীবের গতাগতি—ভ্রাম্যমান সংসারচক্রের আবর্ত্তন। জীব দেহান্তে সুকৃতের ফলে স্বর্গভোগ করিতেছে, দুষ্কৃতের ফলে নরকভোগ করিতেছে। কিন্তু সে ভোগ স্থায়ী নহে। ভোগ-অন্তে তাহাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হইতেছে। সেখানে সে আবার কর্ম্ম করিতেছে। তাহার ফলে সে আবার স্বর্গে উঠিতেছে, নরকে ডুবিতেছে। কিন্তু সে ওঠা-পড়া চিরদিনের জন্য নহে। কিছুকাল পরে তাহাকে আবার সংসারে ফিরিয়া আসিতে হইতেছে।

এই ভাব লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিতেছেন:—

তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকং অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্।
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনু প্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥

'সেই সমস্ত পুণ্যকারী জীব পুণ্যফলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে ।।

দেবভোগসমূহ ভোগ করে। পরে বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিলে পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রবেশ করে। এইরূপ যাহারা সকাম কর্ম্ম-কাণ্ডের অনুসরণ করে, সেই কামকামী ব্যক্তিদিগকে পুনঃপুন গতাগতি করিতে হয়।'

বলা বাহুল্য, পুণ্যকারীর সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, পাপকারীর সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। কারণ শাস্ত্র বলিয়াছেন,—পুণ্যোবৈ পুণ্যেন কর্ম্মনা ভবতি পাপঃ পাপেন।

'পুণ্যের দ্বারা পুণ্য লোক (স্বর্গাদি) লাভ হয়, পাপের দ্বারা পাপ লোক (নরকাদি) লাভ হয়।'

পাপকারীকেও পাপলোকে পাপভোগের পর পাপক্ষয়-অন্তে ইহলোকে আবার ফিরিয়া আসিতে হয়। কারণ, এই পৃথিবীই কর্ম্মভূমি—স্বর্গ নরক, পুণ্যলোক পাপলোক—ভোগ ভূমি। জীব ইহলোকে যে কর্ম্ম করে—তা' সে কর্ম্ম পাপই হউক, আর পুণ্যই হউক—পরলোকে তাহার ভোগ হয়। পুণ্যের ফলে সুখভোগ হয় এবং পাপের ফলে দুঃখভোগ হয়। পতঞ্জলি বলিয়াছেন :—

তে হ্লাদ-পরিতাপ-ফলাঃ পুণ্যাপুণ্য-হেতুত্বাৎ।

'পুণ্যের ফলে হ্লাদ (সুখ), আর অপুণ্য (পাপের) ফলে পরিতাপ (দুঃখ)।' ইহাই বিধাতার বিধান। কিন্তু পাপাত্মাই হউক আর পুণ্যাত্মাই হউক—জীবকে পরলোকে কর্ম্ম-ভোগান্তে আবার ইহলোকে ফিরিতেই হয়। ইহাকেই বলে 'আবৃত্তি'—পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতি।

কাহারও কাহারও ধারণা এই যে, যদিও গীতা পুরাণাদি অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থে জন্মান্তরের ভূয়ঃ উপদেশ আছে; কিন্তু প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে জীবের জন্মান্তর গ্রহণের কোনই উল্লেখ নাই।' তাঁহাদের এ ধারণা নিতান্ত অমূলক। কারণ বেদের শীর্ষস্থানীয় যে উপনিষদ্—তাহাতে জন্মান্তরের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কঠ উপনিষদে যম নচিকেতাকে বলিতেছেন :—

হন্ত তেদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনং।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম॥

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণু মন্যেঽনুসংযন্তি যথা-কর্ম্ম যথা শ্রুতম্ ॥

কঠ ২।২।৬-৭

'হে গৌতম! তোমাকে আমি গুহ্য সনাতন ব্রহ্ম উপদেশ করিব এবং মৃত্যুর পর আত্মার যে গতি হয় তাহাও বলিব। কোন কোন জীব শরীর ধারণ করিবার জন্য মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করে,—কেহ বা স্থাণু (স্থাবর যোনি) প্রাপ্ত হয়।'

যাহার যেরূপ কর্ম্ম যেরূপ জ্ঞান, তদনুসারে তাহার গতি হয়।

উপনিষদ্ অন্যত্র বলিতেছেন :—

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানাঃ
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥
ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়া
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বা
ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥

মুণ্ডক ১।২ ৯-১০

"অবিদ্যায় মোহিত মূঢ়ব্যক্তিরা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করে। কর্ম্মাসক্তি বশতঃ তাহারা জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। তাহার ফলে আতুর হইয়া উচ্চলোক হইতে প্রচ্যুত হয়। যাহারা কর্ম্ম কাণ্ডকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে ও তাহার অধিক শ্রেয়ঃ আছে না জানে, তাহারা অতিশয় মূঢ়। তাহারা স্বর্গলোকে পুণ্য ভোগ করিয়া পরে ইহলোকে কিংবা আরও হীন লোকে ফিরিয়া আইসে।"

এই অর্থে ঐতরেয় উপনিষদ্ বলিয়াছেন :—

সোঽস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ প্রতিধীয়তেঽথাস্যায়মিতর আত্মা কৃতকৃত্যো বয়োগতঃ প্রৈতি স ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জায়তে তদস্য তৃতীয়ং জন্ম ॥

—ঐতরেয় ৪ ৪

'তাহার এই পুত্ররূপ আত্মা পুণ্যকর্ম্মের জন্য এখানে তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ অবস্থান করে এবং তাহার অন্য আত্মা অর্থাৎ সে স্বয়ং কৃতকৃত্য হইয়া বয়ঃস্থ হইয়া প্রয়াণ করে। সে ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়া আবার জন্মগ্রহণ করে। এই তাহার তৃতীয় জন্ম।'

(প্রথম জন্ম মাতৃকুক্ষিতে, দ্বিতীয় জন্ম পুত্ররূপে ; সেই জন্যই বলা হয়, "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—আত্মাই পুত্ররূপে জাত হন।)

অন্যভাবে প্রশ্ন উপনিষদ্ ঐ একই উপদেশ দিতেছেন :—

স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যামভিসম্পদ্যতে। তমৃচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি ॥

অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে সোঽন্তরিক্ষং যজুর্ভিরুন্নীয়তে সোমলোকম্। স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে ॥—প্রশ্ন ৫।৩-৪

'সে যদি ওঁকারের একটীমাত্র মাত্রা ধ্যান করে, তবে সে শীঘ্রই পৃথিবীতে ফিরিয়া আইসে। ঋক্‌মন্ত্র সকল তাহাকে মনুষ্যলোকে উপনীত করে। সে সেখানে তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া মহিমা অনুভব করে। আর যদি সে ওঁকারের দ্বিমাত্রা মনে ধ্যান করে, তবে সে যজুঃ মন্ত্র দ্বারা অন্তরিক্ষ সোমলোকে উন্নীত হয়। সে সোমলোকে বিভূতি অনুভব করিয়া পুনর্ব্বার এখানে ফিরিয়া আইসে।'

এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপদেশও আমাদের প্রণিধানযোগ্য :-

যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন। অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে ॥

তদেষ শ্লোকো ভবতি।—

তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য।
প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্ ॥
তস্মাল্লোকাৎ পুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে ॥—বৃহ ৪।৪।৫-৬

'যাহার যেরূপ কার্য্য, যেরূপ আচরণ, সে সেইরূপ হয়। সাধুকারী সাধু

হয়, পাপকারী পাপী হয়। পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা পুণ্য হয়, পাপ কর্ম্মের দ্বারা পাপ হয়। জীবকে 'কামময়' বলা হইয়াছে; তাহার যেমন কামনা, সেইরূপ ভাবনা হয়। যেরূপ ভাবনা, সে সেইরূপ কর্ম্ম করে। যেরূপ কর্ম্ম করে, তাহার সেইরূপ গতি হয়। এ বিষয়ে এই শ্লোকটী প্রচলিত আছে। তাহার মন যেখানে আসক্ত সে কর্ম্মের দ্বারা সেই স্থান প্রাপ্ত হয়। ইহলোকে সে যে কর্ম্ম করিয়াছে সেই কর্ম্মের ক্ষয় হইলে আবার কর্ম্ম করিবার জন্য তাহাকে সেই লোক হইতে ইহলোকে আবার ফিরিয়া আসিতে হয়।'

এই সকল স্পষ্ট বচনের প্রত্যাখ্যান করিয়া কিরূপে বলা যাইতে পারে যে বৈদিক সাহিত্যে জীবের জন্মান্তরের উপদেশ নাই?

আপত্তিকারীরা কিন্তু উপনিষদের প্রমাণেও সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা বলেন, হিন্দু জাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ যে ঋগ্বেদ, তাহাতে কোথাও জন্মান্তরের উল্লেখ নাই, অতএব জন্মান্তর বাদ বেদবিরুদ্ধ। যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহাদের জানা উচিত যে, বেদ বলিলে কেবল বেদের সংহিতা-অংশ বুঝায় না। বস্তুতঃ বেদের দুই ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড বেদের লক্ষ্য অভ্যুদয় এবং জ্ঞান-কাণ্ড বেদের লক্ষ্য নিশ্রেয়স। কর্ম্মকাণ্ড বেদের ফল স্বর্গ এবং জ্ঞানকাণ্ড বেদের ফল অপবর্গ বা মুক্তি। বেদের যে অংশ কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিপাদন করে, তাহার নাম সংহিতা ও ব্রাহ্মণ; এবং যে অংশ জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিপাদন করে, তাহার নাম আরণ্যক ও উপনিষদ্। অতএব বেদের চারি বিভাগ, সংহিতা ও ব্রাহ্মণ লইয়া কর্ম্মকাণ্ড এবং আরন্যক ও উপনিষদ লইয়া জ্ঞানকাণ্ড। আমি অন্যত্র প্রতি-পাদন করিয়াছি যে, বৈদিক যুগের সূত্রপাত হইতেই ভারতীয় ঋষিসমাজে কর্ম্ম-কাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ড—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সহিত আরণ্যক ও উপনিষদ প্রচলিত ছিল *। অতএব এস্থলে সে বিষয়ের বিস্তার করা নিষ্প্রয়োজন।

বেদের সংহিতাভাগে জন্মান্তরের উল্লেখ নাই বলিয়া জন্মান্তরবাদ অবৈদিক এরূপ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে। কারণ বৈদিক যজ্ঞ-সমূহে যে সকল মন্ত্রের ব্যবহার হইত, বেদের সংহিতা ভাগে মাত্র সেই মন্ত্রসমূহই সংকলিত হইয়াছে। ঋষি-সমাজে প্রচলিত অধ্যাত্ম জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংকলন স্থান বেদের সংহিতা

---

* উপনিষদ্ (ব্রহ্মতত্ত্ব)—উপক্রমণিকা।

নহে। বৈদিক যুগে ঋষি-সমাজে ব্রহ্মতত্ত্ব, জড়তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল তত্ত্ব-উপদেশ প্রচলিত ছিল, পরবর্ত্তীকালে বেদের আরণ্যক ও উপনিষদ্-অংশেই সেই সকল তত্ত্ব-উপদেশ সংকলিত হইয়াছিল। জীবের উৎক্রান্তি, জীবের পরলোকগতি, জীবের জন্মান্তর প্রভৃতি আধ্যাত্মিক জ্ঞান যথাস্থানেই সংকলিত হইয়াছে। উপনিষদই তাহাদের প্রকৃত সংকলন স্থান—সংহিতা নহে। অতএব সংহিতায় জন্মান্তরের উল্লেখ না দেখিয়া জন্মান্তরবাদকে বেদবিরুদ্ধ বলা অসঙ্গত। টডহাণ্টারের বীজগণিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবদ্দশায় সংকলিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ভিক্টোরিয়ার কোন উল্লেখ নাই। ইহা হইতে কি আমরা সিদ্ধান্ত করিব যে, ভিক্টোরিয়া বলিয়া কোন রাজ্ঞী ইংলণ্ডে কখনও রাজত্ব করেন নাই? রাজা রাণীর কথা ইতিহাসগ্রন্থে থাকিবে, গণিতে নহে। ইতিহাসগ্রন্থে ভিক্টোরিয়ার উল্লেখ না থাকিলে তাঁহাকে কাল্পনিক ব্যক্তি অনুমান করা সঙ্গত, কিন্তু বীজগণিতে তাঁহার উল্লেখের আশা করা অসঙ্গত। বেদের সংহিতাভাগ মন্ত্রের সংকলন গ্রন্থ। তাহাতে জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি অধ্যাত্ম তত্ত্বের কেন উল্লেখ থাকিবে?

দ্বিতীয় কথা। উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অনেক দিন পর্য্যন্ত এই জন্মান্তরবাদ গোপনীয় রহস্য বলিয়া বিবেচিত হইত, এবং সাধারণ্যে ইহার প্রচার নিষিদ্ধ ছিল। বহুকাল পর্য্যন্ত এই জন্মান্তর-তত্ত্ব তত্ত্বদর্শী রাজর্ষি সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। এই তত্ত্বকে 'পঞ্চাগ্নি বিদ্যা' নামে অভিহিত করা হইত। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রতি লক্ষ্য করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। ছান্দোগ্য উপনিষদের বিবরণ এইরূপ :—

কোন সময়ে অরুণের পুত্র শ্বেতকেতু পাঞ্চালদিগের পরিষদে উপস্থিত হইলে ক্ষত্রিয় রাজা প্রবাহণ জৈবলি তাঁহাকে জীবের উৎক্রান্তি, পরলোকগতি ও জন্মান্তর সম্বন্ধে পর পর পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু শ্বেতকেতু একটী প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারিলেন না। ইহাতে মহালজ্জিত হইয়া শ্বেতকেতু পিতা অরুণের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পিতাকে ঐ পঞ্চ প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতা বলিলেন 'আমিও জানি না'। তখন পিতা পুত্রে রাজা জৈবলির সমীপস্থ হইলেন এবং শ্বেতকেতুর পিতা রাজাকে বলিলেন যে, 'আপনি আমার পুত্রকে যে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর বলুন'।

স হ কৃচ্ছ্রী বভূব। তং হ চিরং বস ইত্যাজ্ঞাপয়াঞ্চকার। তং হোবাচ যথা মা ত্বং গৌতমাবদো যথেয়ং ন প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি। অর্থাৎ গৌতমের প্রার্থনা শুনিয়া রাজা চিন্তিত হইলেন। তাঁহাকে বলিলেন, 'কিছুদিন অপেক্ষা করুন।' তাহার পর কহিলেন 'হে গৌতম, আপনি যে বিদ্যা আমার নিকট প্রার্থনা করিলেন, এ বিদ্যা আপনার পূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণ লাভ করেন নাই।' পরে রাজা গৌতমকে সেই গোপনীয় পঞ্চাগ্নি বিদ্যা উপদেশ করিলেন। জীব কিরূপে স্বর্গলোক হইতে মেঘের দ্বারা বৃষ্টি হইয়া পৃথিবীতে অবতরণ করে এবং পরে পিতার দেহে প্রবেশ করিয়া অনন্তর মাতার গর্ভে প্রবিষ্ট হয়, রূপকের ভাষায় তাহার বর্ণনা করিয়া বলিলেন :—

স উল্বাবৃতো গর্ভো দশ বা নব বা মাসান্ অন্তঃ শয়িত্বা যাবদ্বাথ জায়তে।

—ছান্দোগ্য ৫।৯।১

'সেই জীব উল্বাবৃত অবস্থায় দশ বা নয় মাস গর্ভের মধ্যে শয়ন করিয়া পরে জন্মগ্রহণ করে।' পরে যত দিন আয়ুঃ, পৃথিবীতে থাকিয়া কর্ম্মানুসারে হয় দেবযান পথে উত্তরমার্গে, নয় পিতৃযান পথে দক্ষিণমার্গে উৎক্রান্ত হয়। যে জীব দেবযান পথে গমন করে তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। কিন্তু যে পিতৃযান পথে স্বর্গাদিলোকে গমন করে, তাহাকে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ক্রমে আবার মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করিতে হয়। এবং তাহার স্বকৃত কর্ম্মানুসারে উত্তম বা অধম যোনিতে জন্ম লাভ হয়।

তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যৎ তে রমণীয়াং যোনিম্ আপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা। অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যৎ তে কপূয়াং যোনিম্ আপদ্যেরন্শ্বযোনিং বা সূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা॥

—ছান্দোগ্য ৫।১০।৬

'যাহারা সুকৃতাচারী, তাহাদের শুভ যোনিতে জন্ম হয়, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যোনিতে। আর যাহারা দুষ্কৃতাচারী তাহাদের অশুভ যোনিতে জন্ম হয়, কুকুর যোনি বা শূকর যোনি বা চণ্ডাল যোনিতে।'

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়েও এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপদেশ আছে।

তাহা হইতেও জানা যায় যে, সে সময়ে এই বিদ্যা গূঢ় রহস্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

ইয়ং বিদ্যা ইতঃপূর্ব্বং ন কস্মিংশ্চিদ্ ব্রাহ্মণে উবাস। তাং ত্বহং তুভ্যং বক্ষ্যামি।—বৃহ। ৬। ২। ৮

এই বিদ্যার উপদেশ কর্ত্তা রাজর্ষি বলিতেছেন,—'এই বিদ্যা ইতিপূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণে বাস করেন নাই। সেই বিদ্যা আমি তোমাকে উপদেশ করিব।'

যে বিদ্যা, যে জন্মান্তরবাদ এইরূপ গোপনীয় রহস্য বলিয়া বিবেচিত হইত, যজ্ঞে ব্যবহার্য্য মন্ত্রের সংগ্রহ মধ্যে তাহার উল্লেখ না থাকাতে বিচিত্র কি? সে জন্য জন্মান্তরকে বেদবিরুদ্ধ বলা কি সঙ্গত? অতএব জন্মান্তর সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট আগম প্রমাণ পাইলাম। আগামী প্রবন্ধে আমরা জন্মান্তর সম্বন্ধে সাধক উক্তির অবতারণা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

মন্দির-দ্বারে।

মুখবন্ধ।

আমাদের "স্বপ্নশীল" (Dreamer)কে কে না জানেন? তাঁহার অমূল্য রচনাবলীর সহিত যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে তাঁহাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। আমরা তাঁহার "On the Threshold" নামক গভীরতত্ত্বপূর্ণ পুস্তিকাখানি ভাষান্তরিত করিয়া পন্থার পাঠকগণকে উপহার দিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। মূল পুস্তকের পূর্ব্বভাষপাঠে জানা যায়, পুস্তিকাখানি জনৈক "পন্থাভিমুখী-সাধক-লিখিত পত্রাবলী হইতে উদ্ধৃত অংশসমূহের সমষ্টি।" এই "পন্থা" অতি দীর্ঘ, দুর্গ ও দুরারোহ, চলিতে চলিতে পথিকের হৃদয় অনেক সময় অবসন্ন হইয়া পড়ে, এবং দৃষ্টি অন্ধতমসের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। অন্ধকারের সময় একটি ক্ষুদ্র দীপালোকও হৃদয়ে নব আশা ও বলের সঞ্চার করে। তাই তরুণ যাত্রীগণের কল্যাণকামনায় এই দীপশিখাটি জ্বালিত হইয়াছে। আমরা পাঠককে নিবেদন করি—অবহিত হউন, অনেক প্রবীণ যাত্রীও এই দীপালোকে পথ চিনিয়া যাইতে অনিচ্ছুক হইবেন না।

(১)

হে ধীমান্! পরম কারুণিক পরম পবিত্র মহাপুরুষগণ সম্বন্ধে তোমার হৃদ্গত ভাব বদ্যাপি ব্যবহার দোষে মলিনতাগ্রস্ত ও অন্যের নিকট পরিহাসযোগ্য করিও না, কিম্বা যে ব্যক্তি ভগবদ্‌কৃপামণ্ডিত উন্নতোজ্জ্বল সেই জীবন্মুক্তগণের একজন সামান্য দীনাতিদীন অন্তেবাসী মাত্র তাহার প্রতি প্রয়োগ করিয়া মহোচ্চ অভিধান সমূহের খর্ব্বতা সাধন করিও না। আমাকে তাঁহাদের শ্রীচরণ কামনাশ্রিত একজন শিক্ষার্থী মাত্র বলিয়া—শুধু তোমার বড ভাই বলিয়া জানিও; তাহা হইলেই আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ তোমার পক্ষে যথোচিত কল্যাণপ্রসূ হইবে। অতিরঞ্জিত ভাবগুলির চাকচিক্য ক্ষণকালের জন্য নয়নাভিরাম, এমন কি চিত্তোৎকর্ষবিষয়কও হইতে পারে বটে, কিন্তু পরিণামে সেগুলি হইতে অনিষ্টসাধনই ঘটিয়া থাকে। যাহা বস্তুতঃ মিথ্যা, তাহার আকর্ষণী শক্তি চিরকালই অত্যল্পকাল স্থায়ী। একমাত্র সত্যই আপন সৌন্দর্য্যে ও মাহাত্ম্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকে, তা সে সত্য যত সহজ বা সরল হউক না কেন।

* * * * *

হে ভ্রাতঃ! কিসে মানুষকে সেই পরম কারুণিকগণের সন্নিধানে আকর্ষণ করে? তাঁহাদিগের দিব্য-প্রেম-করুণার সুবিমল-অরুণ-আভা উপভোগেচ্ছা, এমন কি অধ্যাত্ম-রাজ্যের প্রশান্ত-তুঙ্গ-শৃঙ্গোপরি তাঁহাদের পার্শ্বে বিচরণ করিবার আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্তও এ বিষয়ে তেমন কার্য্যকরী নহে। কিন্তু যথার্থ প্রেম-পূর্ণ-হৃদয়, সার্ব্বভৌমিক উদারতা এবং সমগ্র মানব জাতীর সুখদুঃখের অংশভাক্ হইবার ও জীবের দুঃখ-দৈন্য-ভার মোচনের অব্যক্ত-অস্ফুট-সাগ্রহ-বাসনাই মানুষকে সমধিক ভাবে তাঁহাদের অভিমুখে লইয়া যায়। যতদিন পর্য্যন্ত কেহ জীবসেবায় আপনার যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প না হয়, যতদিন না সে কেবল মাত্র বুদ্ধি দ্বারা বুঝার উপর সন্তুষ্ট না থাকিয়া প্রাণের ভিতর দিয়া অনুভব করিতে সক্ষম হয় যে তাহার দৈহিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক যা কিছু সম্পদ্ আছে, সে সমস্তই জগতের জন্য, মহাপুরুষগণের কার্য্যে নিয়োজিত করিবার জন্য গচ্ছিত ধনমাত্র, ততদিন সে বিশ্বস্ত-শিষ্য-পদবীতে আরূঢ় হইতে পারে না, এবং সিদ্ধমহাত্মাগণের সেবারূপ উচ্চাধিকার ততদিন পর্য্যন্ত তাহাতে বর্ত্তেনা।

* * * * *

গুপ্তবিদ্যা-মণ্ডলীতে থাকিয়া যতই তোমার বয়োধিক্য ঘটিতে থাকিবে ততই তুমি আমাদের কার্য্যপ্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে। তুমি ইহাও বুঝিতে পারিবে যে মহাপুরুষগণের করুণাস্রোত তাঁহাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার পথ ধরিয়া ততটা প্রবাহিত হইতে পারে না; বস্তু আপনার আকর্ষণী শক্তি প্রভাবেই উহাকে স্বীয় অভিমুখে টানিয়া লয়। প্রকৃতির কার্য্যে সাহচর্য্য করিতে হইলেই ব্যষ্টিকে সমষ্টির মধ্যে ডুবাইতে হয়, ব্যক্তিগত স্পৃহা বর্জ্জন করিয়া চারিদিকে বহুদূর ব্যাপিয়া কল্যাণস্রোত প্রবাহিত করিতে হয়, এবং যে কেন্দ্র সমূহ স্বীয় অন্তর্নিহিত শক্তিবলে আতসী-কাচ-খণ্ডের ন্যায় ঐ স্রোতগুলিকে আপনাতে একত্রীভূত করিতে সমর্থ, তাহাদিগের প্রতি অধিকতর সমাহিত হইতে হয়। ইতর প্রাণী বা উদ্ভিদ্ জগতের কল্যাণ যে প্রণালীতে সাধিত হইয়া থাকে, মনুষ্যের বেলা সে প্রণালী কার্য্যকরী হয় না। যে সমস্ত অবস্থা ও ঘটনাগুলির একত্রাবস্থান ভিন্ন মানবীয় কল্যাণ সুস্পষ্টভাবে মূর্ত্তিগ্রহণ করিতে পারে না, মানুষের অভ্যন্তরস্থিত ব্যক্তিভাবাপন্ন জ্ঞানশক্তিকেই স্বীয় ঐশীপ্রভাব দ্বারা সেই সমস্তের সৃষ্টি ও একত্র সমাবেশ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হইবে, তাহা না হইলে অন্য কোন উপায়েই মানবাত্মার কল্যান সাধন হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র।

পাগলের প্রলাপ।

---*---

(৩৫৫)

শুভ্রজ্যোতিতে নীল, পীত, হরিৎ, লোহিত প্রভৃতি সপ্তপ্রকার বর্ণই সমভাবে থাকিলেও যেমন উহাকে ইহাদের কোনটার অথবা ইহাদের কোনটাকে উহার নাম দেওয়া যায় না, অর্থাৎ সাদাকে নীল বা নীলকে সাদা বলা যায় না সেইরূপ সেই জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্মে জগতের যাবতীয় বস্তুর সমাহার হইলেও কোন বস্তুকে "ইহা ঈশ্বর" অথবা ঈশ্বরকে "এই বস্তু" এরূপ বলা যায় না জানিবে। তাই বলিয়া পৌত্তলিকতায় দোষারোপ করিও না, কারণ তাঁহার রূপেই সকল রূপ ও সকল রূপেই তাঁহার রূপ প্রতিফলিত। স্বরূপ জ্ঞান না হইলে সেরূপ দর্শন হয় না।

(৩৫৬)

মা দুর্গা আমার মায়ের সতীমূর্ত্তি, মা সরস্বতী মার আমার চিন্ময়ীমূর্ত্তি, মা লক্ষ্মী তাঁহার আনন্দময়ী মূর্ত্তি, মা স্বয়ং সচ্চিদানন্দময়ী।

(৩৫৭)

সূতিকাগার হইতে নির্গত হইয়া যে না পুনরায় সূতিকাগারে প্রবেশ করে তাহাকে আর সূতিকাগারে প্রবেশ করিতে হয় না।

(৩৫৮)

হাড়ের খাঁচায় চামড়ার ঘেরাটোপ দিয়া তাহার ভিতর একটী কর্পূরের পাখী লইয়া ভাই! এই ভবের হাটে আসিয়াছ, শীঘ্র শীঘ্র বেচাকেনা সারিয়া লও, পাখীটী দেখিতে দেখিতে উড়িয়া যাইবে তখন খাঁচা ফেলিয়া পলাইতে হইবে।

(৩৫৯)

ঘোড়া বা গরুর চক্ষুতে ঠুলি না দিলে সে গাড়ী টানিতে টানিতে ভীত চকিত ও স্তম্ভিত হয় তাই দয়াময় আমাদের দুইটী চক্ষু বাঁধিয়া সংসারচক্রে যুতিয়াছেন। অগ্র পশ্চাৎ দেখিতে পাইলে আমাদের দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না।

(৩৬০)

তাস খেলায় রুইতন, হরতন, চিঁড়িতন, ইস্কাবন, এক একটী রঙ্গ ক্রমান্বয়ে এক একবার প্রধান হয়, ইহা সকলেই জানে, চারিযুগেও সেইরূপ চতুর্বর্ণের লোক একে একে প্রধান হইয়া আসিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? সত্যযুগে ব্রাহ্মণ, ত্রেতায় ক্ষত্রিয়, দ্বাপরে বৈশ্য ও কলিতে শূদ্র এইরূপ ক্রমেই সমৃদ্ধি-চক্র ঘুরিবে।

(৩৬১)

পাকিলে রঙ্গ ধরে, না রঙ্গ ধরিলে পাকে ইহা নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ নহে।

(৩৬২)

খোঁটার যত কাছে থাকিবে ততই কম ঘুরিতে হইবে, বন্ধনরজ্জু যত বড় হইবে ততই বেশী ঘুর লাগিবে, তাই বলি ভাই! মায়ার বন্ধন খাট করিয়া যত পার খোঁটার নিকটবর্ত্তী হও।

(৩৬৩)

ফুল শুকাইয়া না ঝরিলে ফলোদ্গম হয় না, ফল পাকিয়া না খসিলে তাহাতে মধুরতা জন্মে না।

(৩৬৪)

জীব নিজেকে ছাড়া সকলকেই দেখিতে পায়, মা বড় মজার খেলাই খেলিয়াছিস, কেহই নিজের মুখ দেখিতে পায় না, যেন সব গলাকাটা কবন্ধের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; শ্মশানবাসিনী! এরূপ না হইলে তোমার শ্মশানলীলার সাধ মিটিবে কেন?

(৩৬৫)

সে রাজ্যে ভাই! চক্ষু না বুজিলে দেখা যায় না, কাণে আঙ্গুল না দিলে শুনা যায় না, জিহ্বা ছিঁড়িয়া না ফেলিলে কথা ফুটে না, না কাঁদিলে সুখ হয় না, হৃৎপিণ্ড উৎপাটন না করিলে তাহা অঙ্কুরিত হয় না ; তাই সেখানকার নাম আজব সহর।

(৩৬৬)

পিঁপুলের কটু, গুলঞ্চের তিক্ত, হরিতকীর কষায় ও পাতিলেবুর অম্লরসের ভিতর যে মধুরতা আছে, অশ্রুজলের লবণাক্ততার ভিতর সেই মধুরতাই অন্তর্নিহিত।

ক্রমশঃ।

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।